NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্বাস 'বিশ্বকাপ' আমাদেরই হবে

উন্মাদনায় ইডেনের ধারে কাছে কেউ নেই ৮

কলকাতা ৬ নভেম্বর ২০২৩ ১৯ কার্তিক ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.11.2023, Vol.17, Issue No. 144, 8 Pages, Price 3.00

আজ উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, সোমবার সকাল ১০টা থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন ভবনে শুরু হতে চলেছে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। এসএসসি-র পক্ষ থেকে প্রার্থীদের সকাল ৯টার মধ্যে হাজির হতে বলা হয়েছে। ১৩ হাজারের বেশি চাকরিপ্রার্থী কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী স্কুল বেছে নিতে পারবেন। প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ে ৯ হাজার চাকরি প্রার্থী স্কুল বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। কাউন্সেলিং শুরুর আগে প্রার্থীদের নথি পরীক্ষা করাতে হবে। কাউন্সেলিংয়ে আসা প্রার্থীরা একাধিক বিগ স্ক্রিনের মাধ্যমে তাঁদের আগের প্রার্থীর বাছাই করা স্কুল ও বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম দফার কাউন্সেলিং চলবে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সেখানে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাউন্সেলিং এসএসসি-র কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিকল্প কাজের ব্যবস্থা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কেন্দ্রের বকেয়া টাকা এখনও মেলেনি। বকেয়া টাকার দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে প্রকল্পে নথিভুক্ত জব কার্ডধারী শ্রমিকদের বিকল্প কাজ দিয়ে নতুন নজির তৈরি করল রাজ্য সরকার। তাদের কাজ দেওয়ার জন্য রাজ্যের তহবিল থেকে খরচ গিয়েছে ৭ হাজার ১০০ কোটি টাকারও বেশি। গত ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের ৫৬ টি দপ্তরে ৬০ হাজার ৫৪৫টি প্রকল্পে প্রায় ৮১ লক্ষ ৫১ হাজার জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। এই জন্য মজুরি বাবদ দপ্তরগুলির তহবিল থেকে তাদের সাত হাজার ১৪৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এক-এক জন শ্রমিককে গড়ে ৩৯ দিন করে কাজ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর।

উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: নয়াদিল্লির প্রবল বায়ু দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও। তাঁরা বলছেন, এই দূষিত বায়ু শুধু শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা বাড়ায় না, সরাসরি মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ডেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এর ফলে অ্যানাক্সাইটি-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। দিল্লিতে মাথাব্যথা, উদ্বেগ, চোখ জ্বালা, বিভ্রান্তি এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা হ্রাসের মতো সমস্যা দূষিত বায়ুর জনম্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানাচ্ছেন ডাক্তারদের একাংশ। বিশেষ করে বয়স্ক, স্কুলগামী শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের সাবধান করছেন চিকিৎসকরা।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে 'বিরাট' জয় পেল ভারত

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জন্মদিনে শতরান করে ইডেনে 'বিরাট' জয় এনে দিলেন তিনি। হেলায় সাউথ আফ্রিকা হারিয়ে বিরাট কোহলি ৩৫ এর জন্মদিনে দেশকে জেতানোর পাশাপাশি ছুঁয়ে ফেললেন মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেন্ডুলকারের একদিনের ম্যাচের রেকর্ড। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৯টি শতরান করে ফেললেন তিনি।

ইডেনে ভারতের ৩২৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৮৩ রানে অল-আউট দক্ষিণ আফ্রিকা। যে ম্যাচকে এ বারের বিশ্বকাপের 'ফাইনাল' বলা হচ্ছিল, সেই ম্যাচটাই সহজে জিতে নিলেন রোহিত শর্মারা। রবিবার ২৪৩ রানে জয় এল ইন্ডিয়ার বোলারদের হাত ধরে। ৩২৬ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন বিরাটেরা। বাকি কাজটা করেন রবীন্দ্র জাডেজারা। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারেরা এলেন এবং মাঠে কার্যত ভারতীয় দলের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। এদিন প্রথমেই হোঁচট খায় প্রোটিয়ারা। আর এই ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি তারা। নিয়মিত ব্যবধানে হারাতে থাকে উইকেট।

রবিবার ইডেনে পয়েন্ট টেবিলে থাকা এক এবং দুই নম্বর দলের মধ্যে লড়াইয়ের প্রথমটা বেশ ভালই করে টিম-ইন্ডিয়া। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত করল ৩২৬ রান। ৫ উইকেট হারিয়ে এই রান করে। আর এই ইনিংসে দলের সেরা বিরাট কোহলি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে এক ঝকঝকে সেঞ্চুরি।

রবিবার ইডেনে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রোহিত শর্মা ব্যর্থ হন। তিনি দ্রুত রান করতে গিয়ে উইকেট প্রায় ছুঁড়েই দিয়ে আসেন। এরপর শুভমন গিল করেন ২৩ রান। ১০ ওভারের মধ্যে দুটো উইকেট হারানোর পর চাপে পড়ে ভারতের ব্যাটিং। এখান থেকেই দলের হাল ধরেন বিরাট কোহলি। প্রথমে শ্রেয়স আইয়ার, এরপর কেএল রাহুল, সূর্যকুমার যাদব ও শেষে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে পার্টনারশিপে বেশ বড় রানের লক্ষ্য খাড়া করে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে। ১২১ বলে ১০১ রান করে ইডেনে ৪৯ তম ওডিআই সেঞ্চুরি পেলেন বিরাট। তাঁর ইনিংসে এদিন ছিল ১০টা চার। তবে এদিন একটিও ছয় আসেনি তাঁর ব্যাট থেকে। বিরাট কোহলি ছাড়াও এদিন বড় রান পান শ্রেয়স আইয়ার। তিনি ৮৭ বলে করেন ৭৭ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ৭টা চার ও দুটো ছয়। বিরাটের সঙ্গে ফিনিশ করেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৫ বলে ২৯ রানের ফাস্ট ইনিংস খেলেন জাদেজা।

বল হাতে এদিন প্রথম দিক থেকে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি প্রোটিয়া বোলাররা। শুরুর দিকে অনেক রান দিয়ে বসেন। মার্কো জেনসেন থেকে তাবরেজ শামসিরা অতিরিক্ত রান দেন। চাপে যে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা তা তাদের একেকটা ওভার থেকেই স্পষ্ট। কয়েকটি ওভার হয় ১০ বলের। যা ভারতের বড় ইনিংস গড়তে সাহায্য করে। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে একটি করে উইকেট পান লুঙ্গি এনগিডি, মার্কো জেনসেন, কাগিসো রাবাডা, কেশব মহারাজ, তাবরেজ শামসি। এইডেন মারক্রাম একমাত্র উইকেট পাননি। তবে এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম ধাক্কা হচ্ছে এনগিডির চোট। বল করার সময় চোট পান লুঙ্গি এনগিডি। তিনি ৮.২ ওভার বল করে মাঠ ছাড়েন। রবিবার ভারতের ব্যাটিংকে যদি সবথেকে বেশি বেগ দিয়ে থাকে কেউ তাঁরা হলেন কেশব মহারাজ ও তাবরেজ শামসি।

ইডেনে টিকিটের কালোবাজারি

বিসিসিআই সভাপতিকে নোটিস কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডেনে টিকিটের কালোবাজারির জল গড়াল মুম্বই পর্যন্ত। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারত, হাই প্রোফাইল ম্যাচের টিকিট নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ উঠছে। একাধিক এফআইআরও হয়েছে। গ্রেপ্তারও হয়েছে অনেকে।

এবার এই ঘটনায় বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনিকে নোটিস পাঠাল কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর এবার বিসিসিআই-এর কাছে নথি চেয়ে পাঠাল কলকাতা পুলিশ। ময়দান থাকার পক্ষ থেকে বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, টিকিট বিক্রি নিয়ে ৭ নভেম্বরের মধ্যে বোর্ডের জবাবদিহি চেয়েছে ময়দান থানা।

বস্তুত ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের কালোবাজারি নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। ম্যাচের থেকেও বেশি সরগরম হচ্ছে টিকিট নিয়ে। সমর্থকদের একাংশের দাবি, টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই টিকিটের মধ্যে একাংশ চলে যাচ্ছে কালোবাজারিদের হাতে। আর কালোবাজারিরা আকাশছোঁয়া দামে টিকিট বিক্রি করছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক এফআইআর হয়। এই এফআইআর-এর ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ তদন্ত করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বকাপের টিকিট কালোবাজারির অভিযোগে এ পর্যন্ত ন'টি মামলায় ২১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ১০৮টি টিকিট উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে পুলিশ জেনেছে যে, প্রায় ৬৪ হাজার টিকিট ছাপানো হয়েছে। টিকিট বুকিং অ্যাপ পেয়েছে ১৮ হাজার ৭৫টি টিকিট। সেগুলি অনলাইনে বিক্রির সময় কালোবাজারি হয়েছে বলে অভিযোগ। এ ছাড়াও কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার ১৬৮টি। সিএবি ও বিসিসিআইয়ের হাতে গিয়েছে ২৫ হাজার ৯৭৫টি টিকিট। সেটি রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে বণ্টন করা হয়েছে। ক্লাবগুলির মাধ্যমে সেই টিকিট বিক্রি হয়েছে।

এই গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও বুকমাইশো সংস্থার কর্তাদের ডাকা হয়েছিল। এবার তথ্য চাওয়া হল বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রজার বিনির কাছে।

সিএবির দাবি, তাঁদের ১১ হাজার সদস্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩ হাজার জনকে অগ্রাধিকারে অনলাইনে টিকিট দেওয়া হয়েছে। বাকিরা টিকিট পাননি। আসলে বিশ্বকাপের টিকিট বণ্টনের বিষয়টি পুরোপুরিই বিসিসিআইয়ের হাতে।

রাজ্যপালও এই ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমনকী সিএবি যে তাঁকে চারটি কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দিয়েছিল সেটিও ফেরত দেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে

১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুল বন্ধ

নয়াদিল্লি: দিল্লির দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ৪৬০। ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা রাজধানী। বেশ কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে থাকলেও জ্বলছে চোখ। হচ্ছে শ্বাসকষ্ট। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক স্কুল ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনসিআর-এর জন্য অবিলম্বে (জিআরএপি) গ্রেডেড অ্যাকশন রেসপন্স প্ল্যান চতুর্থ ধাপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্টেজ ৪ হল দূষণ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা। এর ফলে দূষণ কমাতে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হবে। তার মধ্যে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলও দূষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই টানা ছ'দিন ধরে ধোঁয়াশায় ঢাকা শহর। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজধানীর বেশির ভাগ এলাকার বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) ৪০০-এর উপরে। সিপিসিবি-র তথ্য অনুযায়ী, রবিবার আয়ানগরের একিউ পৌঁছেছে ৪৬৪-তে। দ্বারকার সেক্টর ৮-এ ৪৮৬, জহাঙ্গিরপুরীতে ৪৬৩ এবং ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৩-তে একিউআই ৪৮০।

৩ ও ৪ নভেম্বর রাজধানীর সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দূষণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় প্রাথমিক স্কুলগুলি ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে। তবে তাদের জন্য অনলাইনে ক্লাস করার বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আতিশী।

পরিবেশবিদরা বলছেন, দিল্লিতে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে পশুপাখিদের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। শহরের এক পশু চিকিৎসক জানিয়েছেন, শ্বাসকষ্টের উপসর্গ ধরা পড়েছে এমন ১০টি পাখিকে চিকিৎসা করেছেন তিনি। দিল্লি পুরনিগম জানিয়েছে, দূষণ পরিস্থিতি সামলাতে ৫১৭টি নজরদারি দল গঠন করা হয়েছে। ১,১১৯ জন আধিকারিককে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তায় জল ছেটানো হচ্ছে। স্মগ গান দিয়ে ধোঁয়াশা কাটানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও।

মঙ্গলে ফের এথিক্স কমিটির বৈঠক

সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্তের খসড়া রিপোর্ট পেশ কি ওই দিনই!

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগ নিয়ে শরগরম লোকসভা। ২ নভেম্বরই এ নিয়ে এথিক্স কমিটির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে মহুয়াকে। পাল্টা মহুয়া দাবি করেছেন, সেদিনের বৈঠকে তাঁকে অশালীন, অনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ফের বৈঠকে বসতে পারে লোকসভার এথিক্স কমিটি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত রিপোর্টের খসড়া তৈরি হতে পারে সে দিনই। প্যানেলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিজেপির।

গত বৃহস্পতিবার মহুয়ার বক্তব্য শুনেছে বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকারের নেতৃত্বাধীন এথিক্স কমিটি। যদিও সেই শুনানি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মহুয়া-সহ বিরোধী সাংসদেরা। ১৫ জন সদস্যের প্যানেলে ছিলেন ওই বিরোধী সাংসদেরা। তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছিলেন, তাঁকে 'ব্যক্তিগত এবং অনৈতিক' প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক ভাবে তাঁর 'বস্ত্রহরণ' করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠিও দেন মহুয়া। যদিও বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানি করছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। দুবের অভিযোগ ছিল, দুবাইয়ের শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানির থেকে টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করেছেন মহুয়া। নিশানা করেছেন শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। স্পিকারকে চিঠি দিয়ে মহুয়ার সাসপেনশনের দাবিও তোলেন তিনি।

এরপরই লোকসভার এথিক্স কমিটির বৈঠকে ডাক পড়ে মহুয়ার। এথিক্স কমিটির তরফে সোনকার অভিযোগ করেন, মহুয়া তদন্তে 'অসহযোগিতা' করেছেন। বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা ষড়ঙ্গী জানান, মহুয়া সব ধরনের শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মহুয়া যদিও জানান, বৈঠকে তিনি গালে হাত রেখেছিলেন। তা নিয়েও 'বাজে' কথা বলা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ওঁরা সব কিছুই ধরছিলেন। বাজে কথা বলছিলেন।

মহুয়াকে যে ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিএসপির সাংসদ দানিশ আলি। সূত্রের খবর, মহুয়া রাতে কোন হোটেলে ছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলেছেন, এ ধরনের 'ব্যক্তিগত' বিষয়েও প্রশ্নও করেছেন কমিটির প্রধান সোনকার। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, মহুয়া বৈঠকে কিছু 'আপত্তিকর শব্দ' ব্যবহার করেছেন।

এদিকে এই অভিযোগে মহুয়ার সঙ্গে যাঁর নাম জুড়েছে সেই শিল্পপতি হীরানন্দানি হলফনামা দিয়ে জানান, মহুয়ার সংসদের লগইন আইডি জেনে তাতে প্রশ্ন পোস্ট করতেন তিনি। তবে ঘুষের অভিযোগ মানেননি। মহুয়াও নিজের লগ ইন আইডি দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ মানেননি।

ভোট প্রচারে কেন বিনামূল্যে রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা!

মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: ছত্তিসগঢ়ে ভোট প্রচারে গিয়ে আরও ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্প বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এতে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে এবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন তিনি।

ছত্তিসগঢ়ে বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি, দেশ জুড়ে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার কথা বলেন। এর ফলে দেশের ৮০ কোটির বেশি মানুষ আগামী পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে রেশনের খাদ্যসামগ্রী পাবেন। দুর্গ এলাকার একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিজেপি সরকার দেশের ৮০ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্প আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেবে। মানুষের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ সব সময় আমাকে পবিত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি দেয়।'

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ সাকেত লিখেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের মুখে কোনও মন্ত্রী এই ধরনের ঘোষণা করতে পারেন না। ভোটারেরা এতে প্রভাবিত হন। বিনামূল্যে রেশন সরবরাহের মেয়াদ বৃদ্ধি জরুরি কোনও ঘোষণা নয়। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রী পরেও জানাতে পারতেন।'

২০২০ সালে কোভিড অতিমারির সময় 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই)' প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। যার অধীনে সরকার দেশবাসীকে পাঁচ কেজি পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করার ঘোষণা করেছিল। শনিবার সেই মেয়াদই আরও এক বার বৃদ্ধি করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ছত্তিসগঢ়ে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে। প্রথম দফার ভোট আগামী ৭ নভেম্বর। অনেকের মতে, বিধানসভার পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথাও মাথায় রেখে মোদি পাঁচ বছর বিনামূল্যে রেশনের ঘোষণা করেছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

I, Sanjeev Agarwal S/O Late Nand Kishore Agarwal residing at Club Town Residency Block 2, Flat-3C, 57/3, M.M Feeder Road, Rathtala, Kolkata- 700056 Declare that my daughter Sakhee Agarwal and Sakhi Agarwal is the same and one identical person vide affidavit No. 144 dt. 1.10.2021 before the Ld.1st class Metropolitan Magistrate at Calcutta.

হারানো প্রাপ্তি

আমি শেরফুল সেখ, পিতা - মৃত জমসের সেখ, সাং - পোঃ - কাশীপুর, থানা - রেজিনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, জানাইতেছি যে, গত ইং - 07.10.2023 তারিখ আমার আসল দলিল যাহার নং - I-1450/2008 হারাইয়া গিয়াছে। যদি কোন সুহৃদয় ব্যক্তি ইহার খোঁজ পান তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব। G.D.E. No. - 1220, রেজিনগর থানা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৫, রুল ২০ মতে জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, দ্বিতীয় সিভিল জজ (নিম্ন বিভাগ) আদালত,
২০২০ সালের ৩নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা
সেখ নেজামুদ্দিন..... বাদীগন।
বনাম
ফতেমা বিবি দিং .....বিবাদীগন

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত কুলদা সাকিনের বাদী সেখ নেজুমুদ্দিন, পিতা- মৃত হাজী সেখ ফৈজুদ্দিন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- কুলদা, জে. এল. নং- ২৪২, থানা- মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, আর. এস. খতিয়ান নং- ১৯৩ এবং ১৮৮ যাহা এল.আর. খতিয়ান নং ২৭২, ৩৭৯, ৬৪৭ এবং ১১৪৪, প্লট নং- ৭৯০ এরিয়া ০.০৬ একর, প্লট নং- ৭৯০ এরিয়া ০.০৬ একর, প্লট নং- ৭৮৬/২৩৭৬ এরিয়া ০.১৮ একর, প্লট নং- ৭৮৮ এরিয়া ০.০৭ একর, প্লট নং- ৮২৬ এরিয়া ০.০৩ একর, প্লট নং- ৮২৭ এরিয়া ০.১২ একর, প্লট নং- ৭৮৬ এরিয়া ০.১৬ একর মোট পরিমান- ০.৬২ একর, সম্পত্তির স্বত্ব প্রচার ও নিষেধাঙ্গার দাবিতে ১) ফতেমা বিবি স্বামী- মৃত সেখ ইসলামুদ্দিন, ২) সেখ জয়নাল আবেদিন, ৩) সেখ আলতাফউদ্দিন, ৪) সেখ সুজাবুদ্দিন, ৫) সেখ আইনালউদ্দিন, ২নং থেকে ৫নং পিতা-সেক ইসলামুদ্দিন, সর্ব গ্রাম- কুলদা, পোঃ- আর গোপিনাথপুর, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬) ফিরদোশি বিবি স্বামী- সেখ খাদেম আলি গ্রাম- আন্দুলিয়া, পোঃ- বাড় গোকুলপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭) আরনা বেগম স্বামী- আসফাক মল্লিক গ্রাম- বাঘাগেড়িয়া, পোঃ- কিসমত আঙ্গুয়া, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮) সেখ সারফুদ্দিন, ৯) সেখ কেয়ামুদ্দিন উভয় ৮ ও ৯ নং পিতা- মৃত হাজী সেখ ফৈজুদ্দিন, সর্ব গ্রাম- কুলদা, পোঃ- আর গোপিনাথপুর, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। উক্ত ব্যক্তিগনের বিরুদ্ধে বাদী উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনোরূপ বক্তব্য থাকিলে আগামী ইং **11.12.2023** তারিখে স্বয়ং অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া লিখিত বক্তব্য রাখিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

ইতি
অনুমত্যানুসারে-
সুপ্রিয় পাত্র,
সেরেস্তাদার
দ্বিতীয় সিভিল জজ (নিম্ন বিভাগ) আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, 12.10.2023

ছোট ব্যবসায়ীদের এবার অনলাইনে ক্রেতা জোগাবে সিসপিডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিযোগিতার বাজারে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী যখন কার্যত মুখ থুবড়ে পড়তে বসেছে তখন তাদের অনলাইনে উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতে অভিনব উদ্যোগ নিল সিসপিডিয়া টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের উদ্যোগে চালু হল 'মেঘদূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম' নামে একটি স্টার্ট আপ। ক্লাউড কিচেন থেকে পাড়ার মুদির দোকান, ই-কমার্সে কেনা-বেচা এমনকী পেট্রোল পাম্পের তেল বিক্রিকেও একই প্ল্যাটফর্মে জায়গা দিতে উদ্যোগী হয়েছে কোম্পানিটি।

এক কথায় মেঘদূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হল চালু খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে 'যেকোনও সময়, যেকোনও জায়গায়, যেকোনও ডিভাইস ও যেকোনও অপারেটিং সিস্টেমে' ব্যবহার করার উপযোগী একটি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবসায়িক প্রসেসকে ডিজিটাইজ ও অটোমেটিক করে দেয়। যার ফলে তারা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

এছাড়াও এই প্ল্যাটফর্মে পয়েন্ট অফ সেলস, বিলিং, কেনাকাটা, বিভিন্ন তালিকা ম্যানেজ করা এবং ব্যাক-এন্ডে অন্যান্য খরচের হিসেব রাখার ব্যাপারে সহায়তা দেবে। শুধু তাই নয়, এটিতে অটোমেটিক প্রচার, ছাড়, লয়্যালটি প্রোগ্রাম এবং এখন কিনে পরে দাম মেটানোর (বাই নাউ পে লেটার বা বিএনপিএল) সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে। এর মাধ্যমে যেমন আলাদা আলাদা ব্যবসায়িক সাইট এক্সেস করা যাবে তেমনই রেস্তোরাঁ, কাফে, ফাস্ট-ফুড সংস্থা, ক্লাউড কিচেন অথবা এসবের মতো সংস্থার খাবার-দাবার থেকে মুদিখানা, এমনকী প্রয়োজনীয় দোকান ও পেট্রোল পাম্পের মতো ব্যবসার এন্ড টু এন্ড বাণিজ্যিক প্রসেসের সুবিধা থাকছে। একই প্ল্যাটফর্মে এতগুলো সুযোগ-সুবিধা আর কোথাও নেই।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রেও নতুন ছাপ রাখছে সংস্থাটি। এর ফলে সুবিধা হবে অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। আইওটি ভিত্তিক ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস এই প্ল্যাটফর্মে এম্বেড করা হয়েছে।

এর ফলে সিসপিডিয়ার পেটেন্ট-পেন্ডিং স্মার্ট ভেন্ড আইওটি কাজে যুক্ত করে এমন চা-কফি ভেন্ডিং মেশিনের জন্য কোনও লোক রাখতে হবে না। মোবাইলে কিউআর কোড ব্যবহার করে ক্রেতারা নিজেই এটি অপারেট করে পানীয় নিতে পারবেন। দোকানের মধ্যেই যে এই মেশিন রাখতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু দেখে নিতে হবে সেই জায়গায় মেঘদূত প্ল্যাটফর্ম প্লাগ-ইন করা যাচ্ছে কিনা।

একই প্ল্যাটফর্মে লয়্যালটি প্রোগ্রাম, ডেলিভারি পরিষেবা, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সহায়তা-সহ আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ ও বিমাকৃত প্রোডাক্ট দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে এই সংস্থার যাতে নতুন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন।

নিউটাউন বিসনেস ক্ল্যাবে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সংস্থার নির্দেশক সুমিত বাগচি বলেন, বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাতে ছোট ব্যবসায়ীরাও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়ে, উল্টে তাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে সেই ভাবনা থেকেই এই প্ল্যাটফর্ম।

ফালাকাটায় হাতির হানায় মৃত্যু বনকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফালাকাটা: জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিট অফিস সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর গ্রামে হাতির হানায় মৃত্যু হল বনকর্মীর। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। হাতিটি যেখানে ওই বনকর্মীকে আক্রমণ করে রবিবার সকালে সেখানে যান যোগেন্দ্রনগরের পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ভোলানাথ রায় সহ অন্যান্যরা। জনপ্রতিনিধিরাও হাতির আক্রমণের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তাঁদের অভিযোগ, ব্যাংডাকি বিটে পর্যাপ্ত বনকর্মী নেই। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিট অফিসারও নেই। পর্যাপ্ত বনকর্মী না থাকায় হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ জানান, যেখানে বনকর্মীরাই সুরক্ষিত নয়। সেখানে সাধারণ মানুষ কীভাবে চিন্তামুক্ত থাকতে পারে! বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রিঠে সুব্বা (৪৫)। রিঠে অরণ্য সাথী পদে বন দপ্তরের ব্যাংডাকি বিটে কর্মরত ছিলেন। শনিবার রাতে একদল বুনো হাতি যোগেন্দ্রনগর গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধানখেতে হাতির দল চলে আসে। এই খবর পেয়ে রিঠে সুব্বা সহ ৬ জন বনকর্মী হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এলাকায় তখন ক'জন ধান চাষিও খেত পাহারা দিচ্ছিলেন। রাতে প্রথমবার হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন বনকর্মীরা। কিছুক্ষণ পর দলছুট একটি হাতি ফের লোকালয়ে বের হয়। আর সেই হাতির সামনেই পড়ে যায় রিঠে। বাকি বনকর্মীরা তখন প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেও রিঠে পালাতে পারেননি। তাঁকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছিটকে ফেলে দেয় হাতিটি।

শারীরিক অক্ষমতা ক্রিকেট ভালোবাসার কাছে হার মেনেছে। রবিবার ইডেনে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

২০১০ সালে জিতে যারা কাউন্সিলর হয়েছিলেন মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০১০ সালে জিতে যারা কাউন্সিলর হয়েছিলেন। আর যারা ২০১১ সালের পর কাউন্সিলর হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ। ২০১০ সালে যারা কাউন্সিলর হয়েছিলেন মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

রবিবার সন্ধেতে জগদ্দল বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ভোটার লিস্ট সম্পর্কে যারা কিছুই জানেন না। তাদের কথা শুনতে হবে দুর্দিনের আদি তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সাংসদের অভিযোগ, যারা সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে দলকে ক্ষমতায় এনেছেন। তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে দলের কিছু অ্যাক্সিডেন্টাল লোক। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, মামুদপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, মামুদপুর পঞ্চায়েতের সদস্য আনিসুর রহমান, ব্যারাকপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ, কাউগাছি-১ প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অশোক সরকার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

এদিন ব্যারাকপুর মহকুমা অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ব্যারাকপুর জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে রবিবার শ্যামনগর যুগের প্রতীক মাঠ সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং ও ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার।

ভাটপাড়া মণ্ডল ১ এর বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে ভাটপাড়া বিধায়ক পবন কুমার সিং এবং ভাটপাড়া মণ্ডল ১ সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী।

ইকো পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাজ চলছে জোর কদমে

কলকাতা: অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর করিডোরের ইকো পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাজ চলছে জোরকদমে। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, নিউ টাউনের নবাবপুর এলাকায় ভারতের বৃহত্তম ইকো ট্যুরিজম ভিত্তিক আরবান পার্কের পাশে এই স্টেশনটি তৈরি হতে চলেছে, যেখানে মানুষ ভিড় জমান সপ্তাহের দিনগুলিতে এবং উইক এন্ডেও। এই স্টেশনটি একবার চালু হলে আগামী দিনে হাজার হাজার যাত্রী এবং পর্যটকদের পরিষেবা প্রদান করবে বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো।

এরই পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই স্টেশনের কংক্রিটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। স্টেশনের ছাদ ঢেকে রাখার কাজও শেষ। মেঝেগুলো গ্রানাইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ইকো পার্ক মেট্রো স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দিতে চলেছে তারা। এই স্টেশনে ৭টি এসক্যালেটর, ৪টি লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। এগুলো ছাড়াও এখানে থাকছে ৮টি সিঁড়ি।

ইকো পার্ক স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি টিকিট কাউন্টার, অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) থাকবে সেলফ টিকিটিং সুবিধার জন্য। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার জন্য মহিলাদের জন্য একটি, জেন্টসদের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য একটি শৌচাগার থাকবে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরি আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, দৃষ্টিহীনদের জন্য ট্যাকটাইল ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা থাকবে এখানে।

দুর্গাপুরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি: সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে। আঞ্চলিক প্রধান কুন্দন কুমার এই রোড শোয়ের নেতৃত্ব দেন। আঞ্চলিক প্রধান জানালেন যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন করা হল। এ সময় কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে শাখা কার্যালয়। তিনি আরও বলেন, ব্যাংক দুর্নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিনামূল্যে সেবা, এবং দুর্নীতির অবসানে সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এই উপলক্ষ্যে ভিজিল্যান্স অফিসার অলঙ্কর ভার্মা জানালেন যে এই বছরের ব্যাঙ্কের থিম হল ক্ষুদ্রদুর্নীতির প্রতি না বলুন, জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিনক্ষুদ্র। প্রধান আঞ্চলিক অফিসের ব্যবস্থাপক সুমিত কিশোর, মনোজ মন্ডল, অজয় কুমার প্রমুখ এই রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই নভেম্বর । ১৯ শে কার্তিক । সোমবার। নবমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসায়ী ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথ তৈরি হবে আলাপ আলোচনার দ্বারা যে প্রতিবেশী আপনার শত্রু তার আচরণ করেছিলেন আজ তার দ্বারা অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের বিদ্যালয়ে কোন চিঠি নিয়ে গোলযোগ উপস্থাপিত হলে আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বিদ্যালয় কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের শুভ যোগাযোগ শিল্পকলা বিদ্যাতে যারা আছেন তাদেরও শুভত্ব বৃদ্ধি হবে হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য সহ যদি চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আজ বাণিজ্যে অর্থ লাভ ইলেকট্রনিক্স নতুন জিনিস বাড়িতে আসার জন্য আনন্দে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। রবিন নাগরিকের কথার মর্যাদা দিন বাণিজ্যে শুভ হবে গৃহশান্তি তবে সন্ধ্যার পর কোন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকবেন। বিবাহ দাম্পত্য জীবনের যে গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার ছিল তা থেকে সতর্ক থাকুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন

মিথুন রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন গুপ্ত শত্রুতা থাকলেও তার ষড়যন্ত্র আপনার কাছে টিকতে পারবে না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনাকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখবেন তবে প্রবীণ যে সদস্য পরিবারে আছেন তাকে নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে হাসপাতালে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল দুর্গা নামকরণ শুরু হবে।

কর্কট রাশি : সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য কেনা থেকে সতর্ক থাকুন বাড়ি জমি বাস্তু গৃহ কলহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে নদী ভ্রমণ জল ভ্রমণে নিষেধ দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো ঐশ্বরিক কৃপা প্রার্থনা করুন দৈব বশক্তির প্রয়োজনে মন্দিরে রক্ত জবা দিলে শুভ হবে

সিংহ রাশি : সময় অতীব শুভ পরিবারে আনন্দ বিরুধি প্রতিবেশীর সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে শরীর ব্যধিমুক্ত হবে পরিবারের প্রবীণ সদস্যের দ্বারা লাভ-বৃদ্ধি হবে যারা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা করেন তারা সুনাম বৃদ্ধি করবেন অর্থপ্রাপ্তি হবে কর্মের প্রয়োজনে যারা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার মূলক পরীক্ষায় বসছেন তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কিছু সুভদ্ধ বৃদ্ধি হবে মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন শুভ হবে

কন্যা রাশি : শুভদিন লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের জয় নিশ্চিত যারা দূরদর্শন বা চিত্রে অভিনয় করেন যারা সম্পাদনা এবং ক্যামেরা পরিচালনা করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি নতুন যোগাযোগের পথ ধৈর্য দেখে কথা বললে সম্মান বৃদ্ধি যোগ কোন প্রবীণ মানুষের দ্বারা সুযোগ বৃদ্ধি হবে তবে প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন সতর্কতা মন্দিরে লাল জবা দিন শুভ হবে

তুলা রাশি : পরিবারের দাম্পত্য শুভ বাতাবরণ ঐশ্বরিক কৃপা, পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তবে রূঢ় শব্দ স্পষ্ট বাক্য বলার আগে একবার চিন্তা করলে সুবত্র বৃদ্ধি হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা কাজ করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি উচ্চ বিদ্যা যোগের শুভ ফলপ্রাপ্তি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সন্তানের জন্য বিশেষ চিন্তা সন্তানের বিবাহ বিষয় বিশেষ চিন্তা থাকবে মন্দিরে হলুদ পুষ্প সহ দেবদেবীর পুজো দিন অতীব শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : সতর্ক থাকবেন বিবাদ বিতর্ক হবে কোন দোকানে জিনিসপত্র ক্রয় নিয়ে বিবাদ বিতর্ক দানা বাঁধবে সেটি পরবর্তী আকারে বড় হবে সকালবেলায় পূর্ব দিকে সূর্যদেবকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরুন সুবক্তবৃদ্ধি হবে। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হবে যারা টেকনিক্যাল কর্মে আছেন তাদের কাজ মাঝপথে আটকে যাবে বিবাহের পাকা কথা মাঝপথে আটকে যাবে দৈব কৃপা পাওয়ার জন্য মন্দিরে গিয়ে ২১ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে

ধনু রাশি : শুভদিন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর আচরণে ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে যেখানে আপনি বসবাস করেন তারা আশে পাশে গুপ্ত শত্রু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ধৈর্য ধরে মন্দিরে সাতটি দ্বীপ জালুন আপনার নাম গোত্র নিয়ে অতীব শুভ ফল দেবে আপনার নাম সুনামকে বহু মানুষ সহ্য করতে পারবে না। আজ সেই দিন যে সুযোগের অপেক্ষায় শত্রু প্রবল আকার ধারণ করতে পারে

মকর রাশি : পরিবারের নতুন জিনিসের কেনাকাটার আনন্দ উপভোগ করবেন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ তবে শিশু কন্যা বা শিশুপুত্রকে নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হবে বাড়ির ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স এর কাগজ গুছিয়ে রাখুন সময় মত কাজে লাগবে বাড়ির দলিল বাস্তুর দলিল কাছে রাখুন সুবিধা হবে মন্দিরে আপনার নাম গোত্র নিয়ে শান্তি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে পরিচারিকার বুদ্ধিতে যদি বড় কোন সিদ্ধান্ত নেন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে হাঁটু বা হাড়ের কোন চোট লাগার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : শুভদিন বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা, যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য শুভ সম্মান সূচক দিন। যারা নিম্নবিত্ত মানুষ যারা সারাদিন অতীব পরিশ্রম করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন কাজের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের নতুন সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রু থেকে মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র সহ শুভ হবে

মীন রাশি : আজকে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ গ্রাস করবে আপনাকে নৈরাশ হতাশার অন্ধকার আপনাকে ছুঁয়ে যাবে। তবে পুরাতন এক বান্ধবী দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে সন্ধ্যার পর কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গেলে সম্মান প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ ছিল কিন্তু আজ তা বাধা পড়বে মন্দিরে ২১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন আপনার নাম গোত্র সহ শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ নভেম্বর ১৯ কার্তিক, ১৪৩০, সোমবার

বাচ্চাদের নিয়ে ক্রিকেট দল তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখানো হল রাজভবনের জায়ান্ট স্ক্রিনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার বাচ্চাদের নিয়ে ক্রিকেট দল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রবিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ঘোষণা করেন 'গভর্নরস সেঞ্চুরি গ্রুপ'-এর। সঙ্গে এও জানান, এই গভর্নরস সেঞ্চুরি গ্রুপের হাত ধরেই এখানে প্রতিভাসম্পন্ন ১০০ জন শিশুকে চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের প্রশিক্ষিতও করা হবে। স্কুলগুলি তাদের সম্ভাব্য প্রতিভা মূল্যায়ন করবে প্রাথমিকভাবে। পরে গ্র্যান্ড জুরি ফাইনাল বাছাই করবে। এই ব্যাপারে রাজভবন কোচ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে।

একইসঙ্গে রাজভবন সূত্রে এও জানানো হয়েছে, এই সেঞ্চুরি গ্রুপের সদস্যদের গ্রুমিংয়ের দায়িত্ব রাজভবনের। কলকাতা, দার্জিলিং এবং ব্যারাকপুরের রাজভবন ক্যাম্পাসে তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চিন্তাভাবনাও রয়েছে রাজভবনের। শুধু রাজভবনই নয়, একই ধরনের উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চালু করা হবে।

এদিকে রবিবার লনে জনতা স্টেডিয়ামে প্রথম থেকেই বসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরনে ছিল তাঁর ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিমের জার্সি। রাজ্যপাল বোস বলেন, 'সকলের মধ্যেই ক্রিকেট নিয়ে একটা আলাদা উন্মাদনা রয়েছে। তবে ক্যাপাসিটির কারণে সকলের পক্ষে তো ইডেন গার্ডেন্সে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা ভাবলাম রাজভবন তো ইডেনের একেবারে কাছেই। আমরা যদি সাধারণ মানুষের জন্য এরকম একটা ব্যবস্থা করি তাতে সকলে খুবই আনন্দ পাবেন।'

প্রসঙ্গত, রবিবার ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখানো হয় রাজভবনের জায়ান্ট স্ক্রিনে। কারণ, এই ম্যাচের টিকিট নিয়ে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক। এরইমাঝে শনিবার রাজভবনের তরফে ঘোষণা করা হয়, খেলা দেখাবে তারা। নাম দেওয়া হয় জনতা স্টেডিয়াম।

জ্যোতিপ্রিয়-বাকিবুরের যোগ নিয়ে নয়া তথ্য ইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাকিবুরের সঙ্গে যোগ নেই বলে যে দাবি করেছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় তা আদতে কতটা সত্য এবার তারই খোঁজ ইডি-র আধিকারিকরা। রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি বাকিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর যোগ কতটা তাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন ইডি-র আধিকারিকরা। এদিকে ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তাদের হাতে। এই প্রসঙ্গেই ইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সল্টলেকের বাড়িতেই হত জ্যোতিপ্রিয় ও বাকিবুরের বৈঠক।

এই প্রসঙ্গে এলাকার এক বাসিন্দার কাছ থেকেও এ তথ্য মিলেছে যে, বিকেল পাঁচটার পরে বহু গাড়ি আসত ওই বাড়িতে। তবে এখন আর সেখানে কাউতে যাতায়াত করতে দেখা যায় না। সঙ্গে এও জানা গেছে, এই বাড়িটি একজন প্রোমোটারের। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কনভয়ও আসত এই বাড়ির সামনে। এদিকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে বাকিবুর রহমানের যে বৈঠক, তা সল্টলেকের বিডি ব্লকের ওই বাড়িতেই চলত বলে ইডি সূত্রে খবর। খাদ্য ভবন থেকে বের হওয়ার পরে কনভয় করে ওই বাড়তেই আসতেন জ্যোতিপ্রিয়। গোটা বাড়িতেই ছিল সিসিটিভির নজরদারি।

এদিকে শনিবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তনের পিএ তাপস বিশ্বাসের বাড়িতে যান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। বিকেল পাঁচটা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার খড়দার মধ্যপাড়ার বড়িশাল পল্লির এই বাড়িতে হানা দিতে দেখা যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ৬ আধিকারিককে। এদিকে এদিন বিকেলে ইডির আধিকারিকরা যখন পৌঁছন, সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন তাপস। তিনি নিজেই দরজা খুলে দেন। এরপর ইডির তদন্তকারীরা বাড়ির ভিতরে ঢোকেন। সূত্রের খবর, এদিন নিজেদের সঙ্গে মোবাইল ডিকোডার নিয়ে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তদন্ত করে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ তাপস বিশ্বাসের বাড়ি থেকে বের হয় ইডির এই ছয় সদস্যের দল।

অন্যদিকে এর আগে সিজিওতে অমিত দে এবং অভিজিৎ দাসকেও তলব করে ইডি। যদিও অমিত দে দাবি সেই সময় করেন, তিনি মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক নন, শুধুমাত্র অফিসের কর্মী। সঙ্গে এও জানান, 'সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে আমি আপ্ত সহায়ক, এটা সম্পূর্ণই ভুল। আমি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অফিসের কর্মী ছিলাম, জ্যোতিপ্রিয়বাবুর সঙ্গে একই পাড়াতে বড় হয়ে ওঠা। তৃণমূলের সরকার যখন আসে, তিনি যখন ক্ষমতা পান, তখন আমি তাঁর অফিসের কর্মী হিসেবে কাজে যোগ দিই। আর আপ্ত সহায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন অভিজিৎ দাস।' সঙ্গে অমিত এও দাবি করেন, একজন কর্মী পিএ হতে পারেন না।

বন্ধ জুট মিল খোলার দাবিতে জগদ্দলে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টানা চার মাস ধরে জগদ্দল এআই চাঁপদানি ইন্ডাস্ট্রির ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট। মিল বন্ধের ফলে বিপাকে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে হাজার জন শ্রমিক।

প্রসঙ্গত, মিল চালু নিয়ে বিষয়ে গত ২৭ অক্টোবর মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চারটি শ্রমিক ইউনিয়নের বৈঠকে চুক্তি হয়েছিল। সেদিন বৈঠকে স্থির হয়েছিল, পয়লা নভেম্বর থেকে মিলে উৎপাদন চালু হবে। বৈঠকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বে, মিল চালু না হওয়ায় রবিবার মিলের সামনে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় জুটমিল শ্রমিকরা। ২০ মিনিট অবরোধ চলার পর ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জগদ্দল থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। মিলের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুরজ কুমার সিং বলেন, মিল খোলা নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে ঠিক হয়েছিল পয়লা নভেম্বর থেকে মিল চালু হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মিল চালু হল না। সুরজ বাবু আরও বলেন, মিল চালুর দাবিতে জগদ্দল থানায় স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে মিল চালু না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিক্ষোভরত শ্রমিকরা। অপরদিকে শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, চার মাস বন্ধ থাকার পর চুক্তি অনুযায়ী মিল খোলার কথা ছিল। অবিলম্বে মিল চালু না হলে কর্তৃপক্ষের লোকজনকে মিলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন শ্রমিক দরদী নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং।

শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে বন্ধ শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল চালুর দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আচমকা গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল কর্তৃপক্ষ। বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, ১৪ অগস্ট থেকে মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকবে। যদিও বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিকেই দায়ী করেছেন। তবে পুজোর মরসুমে মিল বন্ধে বিপাকে পড়েছেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক। প্রসঙ্গত, মিল চালুর দাবিতে আন্দোলন জারি রেখেছেন অন্নপূর্ণা কটন মিল বাঁচাও কমিটি। এই বন্ধ মিল নিয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, অবিলম্বে বন্ধ মিল চালু করতে হবে। মিল চালু রেখে শ্রমিকদের পাওনা গন্ডা মেটাতে হবে। এরপর মিল কর্তৃপক্ষ টেক্সটাইল পার্ক গড়ে তুললেও তাদের কোনও আপত্তি নেই।

রোগী ডিসচার্জ নিয়ে ভাঙচুর মহেশতলার নার্সিংহোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: নার্সিংহোম থেকে রোগী ডিসচার্জ করার ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা মহেশতলায়। আর এই ঘটনাকে ঘিরে ভাঙচুর চলে নার্সিংহোমে। এদিকে রোগীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদেরই রাস্তায় ফেলে নাকি মারধর করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ।

সূত্রে খবর, রবীন্দ্রনগর হাউজিং পাড়ার বাসিন্দা আবেদা বিবি, গত ২ তারিখ শ্বাসকষ্ট নিয়ে মহেশতলার ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হন। রবিবার বিকালে তাঁকে অন্য হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে স্থানান্তর করার কথা চলছিল। প্রক্রিয়াও এগোচ্ছিল সেই মতোই। অভিযোগ, সেই সময়ই কর্তৃপক্ষ ও রোগীর পরিবারের লোকজনের মধ্যে তুমুল ঝামেলা বাধে। এরপরই রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের।

এদিকে রোগীর এক আত্মীয়ের দাবি, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে বিলের টাকা না মেটানো অবধি রোগীকে ছাড়বে না। আর যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখিয়ে টাকার কথা ওঠে তাহলে সোমবার টাকা কেটে তারপর রোগীকে ছাড়া হবে। এই নিয়েই শুরু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুরু হয় রোগীর পরিবারের ঝামেলা।

এদিকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, রোগী যদি না ছাড়ার হত তাহলে রেফার কেন করা হবে। নার্সিংহোমের চিকিৎসক এই প্রসঙ্গে জানান, 'এক মহিলা খুবই খারাপ অবস্থায় এখানে ভর্তি হন। আমরা এখানে যা যা করি। সময়মতো রোগীর পরিবারকে জানাই যে রোগীর অবস্থা খারাপ। শনিবারই তাঁকে রেফার করা হয়। অথচ রবিবার বিকাল অবধি রোগীর আত্মীয়রা তাঁকে নিয়ে যাননি।' এই ঘটনায় অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি। এদিকে ওই রোগী এক আত্মীয় জানান, 'এখানে বলল পেটে জল জমেছে। ইনফেকশন হয়ে গিয়েছে। এখানে অপারেশনও হয়। এরপর শনিবার দুপুর থেকে বলছে রোগীর অবস্থা খারাপ। আর ইচ্ছামতো বিল করছে। আমরা বললাম, রোগীর যখন খারাপ অবস্থা ছেড়ে দিন। বলছে টাকা না মেটানো অবধি ছাড়বে না। এ নিয়ে একটু চিৎকার হয়। এরপরই ওনারা মারধর করতে শুরু করে। ভিতরে আমাদের লোকজনকে আটকেও রাখে।' এদিকে রোগী স্বয়ং জানান, কেউই ভাঙচুর করেনি। ধাক্কাধাক্কিতে কিছু পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার তদন্তে নেমেছে মহেশতলা থানার পুলিশ।

টাস্কফোর্সের নজরদারিতেও হল না কাজ, পেঁয়াজ কিনতে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝাঁঝ কিছুতেই কমছে না পেঁয়াজের। এদিকে কলকাতার বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে চলছে টাস্ক ফোর্সের নজরদারি। এরপরও কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম এখনও ঊর্ধ্বমুখী। শনিবার মানিকতলা বাজারে পেঁয়াজের দাম ছিল কেজি প্রতি ৭০ টাকা। রবিবার তা একটু কমে দাঁড়ায় কিলো প্রতি ৬০টাকায়। কলকাতার অন্যান্য বাজারে বাজারে ৮০ টাকাতেও বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ। ফলে শুধুমাত্র মানিকতলা বাজারই নয়, কোনও বাজারেই পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিক্রেতারা বলছেন, পাইকারি বাজারে বেশি দাম তাই তাদের বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

এদিকে সামনেই কালীপুজো, তারপরই ভাইফোঁটা, তার আগে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। মানিকতলা বাজারের এক ব্যবসায়ী জানান, 'পাইকারি বাজারে যেমন দামে কিনতে হচ্ছে এখানেও তো সে রকম লাভ রেখে বিক্রি করতে হচ্ছে। তবে কবে দাম কমবে আমরা বলতে পারব না।' কলকাতা হোক বা জেলা, বিগত কয়েকদিন ধরেই পেঁয়াজের চড়া দাম দেখা গিয়েছে রাজ্যের প্রায় সব প্রান্তেই। তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে। এদিকে বেশ কয়েকদিন ধরেই আবার বাজারগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা। পাইকারি বাজার থেকে খুচরো বাজারে বিক্রেতারা কত দামে পেঁয়াজ কিনছেন সে বিষয়েও জানতে চাইছেন তাঁরা। পাশাপাশি কথা বলছেন ক্রেতাদের সঙ্গেও। তবে, এই পরিস্থিতি কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে এখন প্রশ্ন সেটাই।

রঘু ডাকাতের কালী আজও বার্তা দেয় দুষ্টের দমনের

শুভাশিস বিশ্বাস

ডাকাতদের কালীপুজো নিয়ে মিথ অসংখ্য। সময়ের সঙ্গে এই ডাকাতদের আর দেখা মেলে না। তবে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত অসংখ্য কালী মন্দির আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে হারিয়ে যাওয়া সেই সময়ের। ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পরে যে ডাকাতরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের ঘিরেই গল্পগাছা তৈরি হয়েছে। যা 'লার্জার দ্যান লাইফ'। এই কল্প কাহিনিতে দেখা যায় নরবলি বা ছাগবলি দিয়ে ছাগ-রক্ত করালবদনী কালীর খাঁড়ায় ছুঁইয়ে সেই রক্তে কপালে রক্ততিলক কেটে রক্তবস্ত্র পরে দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বের হতেন তাঁরা। আর এখানেই উগ্রচণ্ডা মুক্তকেশী করালবদনী কালীর সঙ্গে ডাকাতদের দাপট আর নৃশংসতা যেন একাকার হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে বেশিরভাগ ডাকাতেরাই দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কালীপুজোর রীতিতে উগ্রতার থেকে আধ্যাত্মিকতাই থাকত বেশি।

তবে ডাকাত কালীর কথা বললে বা তখনকার দিনের ডাকাতদের কথা বললে সবার আগে মনে পড়ে যে নাম, তা হল রঘু ডাকাতের। এদিকে এই রঘু ডাকাত সম্পর্কে জনমানসে এতো গল্প ছড়িয়ে আছে যে তার মধ্যে থেকে আসল মানুষটিকে চিনে বের করাই বেশ কঠিন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা ছাড়াও অন্যান্য সূত্র থেকেও বেশ কিছু তথ্য মেলে এই রঘুর। মানুষটির আসল নাম নাকি ছিল রঘু ঘোষ। এলাকায় পরিচিত ছিলেন 'রঘু বাবু' নামেই। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে তখন অনেক গরিব কৃষককেই সর্বহারা হতে হত। প্রাণও যেত অনেকের। রঘু ঘোষের ডাকাত হওয়ার পিছনেও নাকি রয়েছে এমনই এক ঘটনা।

নীলকরদের অত্যাচারে স্বীকার হয়ে পাইক-পেয়ারাদারদের হাতে নিগৃহীত হয়ে মারা যান রঘুর বাবা। রঘুর তখন কিশোর বয়স। সেই বয়সেই ছিলেন লাঠি খেলায় ওস্তাদ। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে কিশোর রঘুর দুই চোখে। শখের লাঠি খেলা তখন হয়ে ওঠে প্রতিবাদের অস্ত্র। আক্রোশে থানায় আগুন লাগানো, নীলকুঠিতে লুঠপাট চালানো শুরু করেন রঘু। এরপর আশেপাশের সমবয়সিদের দলে টেনে তৈরি হয় বৃহত্তর বাহিনী। নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের আগুন অনেকের মধ্যেই ছিল। রঘু সেটাকেই কাজে লাগালেন। রঘুকে নেতা হিসেবে পেয়ে নিপীড়িত মানুষগুলো সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েন এই আগুনের খেলায়। সেই ডাকাতের দলে ছিল রঘুর ভাই বিধুভূষণ ঘোষ বা বুধো ঘোষও। রঘু ডাকাতের দল নীলকরদের কুঠি লুঠপাটের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের হত্যা করে তাদের দেহ গাছে ঝুলিয়ে দিত। আর ডাকাতিতে প্রাপ্ত অর্থ গরিব-দুঃস্থদের হাতেই তুলে দিতেন রঘু। এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়েই রঘু ডাকাত অচিরেই হয়ে উঠলেন নীলকর সাহেবদের ত্রাস এবং গরিব মানুষের রবিনহুড। তবে শুধু নীলকর সাহেবরাই নয়, পরবর্তীকালে তাঁর শিকার হতে দেখা গেছে জমিদার, বড়লোক, সুদখোর মহাজন এদেরকেও। তবে কোনও ভাবেই নারীদের ছুঁতেন না তিনি। ফলে যত দিন গেছে গরিবদের কাছে ভগবানের দূত হয়ে উঠেছিলেন রঘু ডাকাত।

আর সেকালে ডাকাতদের মধ্যে বেশ একটা নায়কোচিত ব্যাপারও ছিল। অভিজাত গৃহকর্তার বাড়িতে আগাম চিঠি পাঠিয়ে নরবলি দিয়ে কালীপুজো করে, মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে, কপালে রক্তবর্ণের তিলক এঁকে রণ পায় চড়ে সদলবলে ডাকাতি করতে আসতো তারা। রঘু ডাকাতের মধ্যেও এই ধরনের হিরোইজম পরিপূর্ণ মাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর দলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল। তাঁরা সবাই ছিলেন কালীর উপাসক। আর এই কালীপুজো সেরেই ডাকাতি করতে বের হতেন তাঁরা। বর্তমান কলকাতার আশেপাশে তো বটেই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হুগলি সহ নানা জেলাতে রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত অনেক কালীমন্দিরের খোঁজ মেলে। এরই মধ্যে রয়েছে কাশীপুরের খগেন চ্যাটার্জি রোডের রঘু ডাকাতের কালী মন্দির। শোনা যায়, এই মন্দিরের কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘু নিজে। মন্দির চত্বরে দেবী সর্বমঙ্গলা ছাড়াও রয়েছে তিনটি শিব মন্দির। একবার জলা অঞ্চলে দেবীমূর্তি ও মহাদেবের মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন রঘু ডাকাত। পরে দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। সেই আদেশ মেনেই নাকি ওই মূর্তিকে অধিষ্ঠিত করেন তিনি। তবে ডাকাতির আগে জঙ্গল অধ্যুষিত এই দেবীর পায়ে নরবলি দেওয়ার কথা মনে পড়লে এখনও বুক কাঁপে অনেকেরই। ডাকাত সর্দার রঘুবাবুর মৃত্যুর পর এই মন্দিরের দায়িত্ব নেন রামশরণ সিমলাই নামে এক ব্রাহ্মণ। তিনি স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি রোডে নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জলপানের অছিলায় গয়না লুট, আক্রান্ত বৃদ্ধা, গ্রেপ্তার ১

প্রশ্নের মুখে শহরের নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের শহরে আক্রান্ত অসহায় একাকী বৃদ্ধা। মারধরের পর বৃদ্ধার গয়নাগাটি কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে প্রতিবেশীর তৎপরতায় পাকড়াও করা হয় ওই যুবককে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। এই ঘটনায় চারু মার্কেট থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দেখেন বৃদ্ধার ছেলের গাড়ির চালকই এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত।

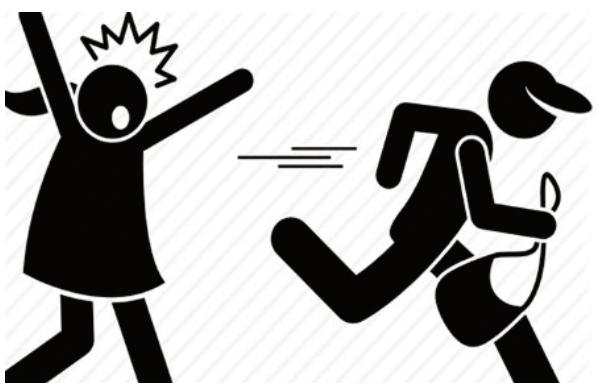

চারু মার্কেট থানা সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেট এলাকার কে পি রায় লেনের এক বহুতলে থাকেন সত্তরোর্ধ্ব মিতা সাহা। পাশের ফ্ল্যাটে থাকতেন তাঁর ছেলে ও বউমা। শনিবার দোতলা বাড়ির নিচে শনিবার বিকেলে পাম্প বন্ধ করতে নেমেছিলেন তিনি। সেই সময় এক যুবক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল। যুবকের কাছ থেকে পরিচয় জানতে চান মিতাদেবী। উত্তরে যুবক জানায়, সে বৃদ্ধার ছেলের গাড়িচালক। এর পর বৃদ্ধার থেকে জল খেতে চায় সে। বৃদ্ধার জল দেন। জল খাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে যুবক।

এরপরই মিতাদেবীকে আক্রমণ করে ওই যুবক। মিতাদেবী জানান, ওই যুবক আচমকাই বৃদ্ধাকে মারধর করতে শুরু করে। জোর করে তাঁর গায়ে থাকা গয়নাগাটি খুলে নিতে শুরু করে। বাম কানের দুলও কেড়ে নেয় যুবক। চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করেন বৃদ্ধা। ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন এক প্রতিবেশী। তাঁর তৎপরতাতেই ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। চারু মার্কেট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় যুবককে। বৃদ্ধার প্রাথমিক চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করা হয়। এই ঘটনায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে শহরের নিরাপত্তা।

সম্পাদকীয়

বই পড়ার অভ্যেস কমিয়ে কি বিপদ ডাকছি আমরা

নব্বইয়ের দশকে স্যাটেলাইট বাহিত বাহাত্তর চ্যানেলের ড্রয়িং রুমে পৌঁছে যাওয়া ও একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্মার্টফোনের হাত ধরে সমাজমাধ্যম মানুষের রুচি স্থায়ী ভাবে বদলে দিতে সমর্থ হয়েছে। মননশীলতার পরিবর্তে চটুলতা, গভীরতার জায়গায় উৎকট উচ্ছলতা আর 'আমাকে দেখুন' জাতীয় আত্মপ্রদর্শন এই মাধ্যমের ইউএসপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাশিত লাইক না পেয়ে অনেকে মুষড়ে পড়েন, বন্ধু-বিচ্ছেদও বিচিত্র নয়। প্রতিটি স্মার্টফোনের বিক্রয় এক জন চিত্রগ্রাহকের জন্ম দেয়। শ্মশান থেকে পুজোমণ্ডপ, ফুচকা স্টল থেকে ধোঁয়া ওঠা মাটন বিরিয়ানির স্টেটাস আপলোড এই মাধ্যমের সর্বাধিক প্রচলিত ট্রেলার। রুচির অবনমন আর সুপ্ত প্রচারের লোভকে উস্কে দিতে এই মিডিয়া আপাতত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুশ্চিন্তা, চাপ, মনোরোগ, ঘুমের ব্যাঘাত, আত্মহত্যার প্রবণতা; বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবার্তা হেলায় অগ্রাহ্য করে নিজেরাই অজানতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছি এই মাধ্যমে। এ গেল একটি দিক। অপর দিকে সৃজনশীল রচনার নামে খারাপ রচনার রমরমা। এই মাধ্যমে লেখক নিজেই একাধারে সম্পাদক ও প্রকাশক। আঙুল ছুঁইয়ে মুহূর্তে নিজ রচনা হাজির করা যায় অলীক পাতায় পাতানো বন্ধু তথা পাঠকের কাছে। তথ্য বিপ্লবের মাহাত্ম্য এখানেই। পঠনপাঠন হ্রাস পাচ্ছে, পপুলার কালচারের নামে নিম্নরুচি তথা নিম্নমেধার জয়জয়কার। মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশ পেতে হলে সম্পাদকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়। সেই সব পত্রপত্রিকা যে-হেতু পাঠকবর্গ অর্থ দিয়ে কেনেন ও পড়েন, তাই পত্রিকাগোষ্ঠীকে রচনা নির্বাচনের বিষয়ে যত্নবান হতে হয়। অপাঠ্য লেখা ছাপিয়ে পাঠক হারিয়ে ব্যবসার ক্ষতি কেউ করতে চান না। ডিজিটাল মাধ্যমে সেই বালাই নেই। আমাদের দেশে নেট ব্যবহারের খরচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক সস্তা, এ দেশে ৩২ কোটি ফেসবুক ও ৪৮ কোটি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী মাসে যথাক্রমে ১৭ ও ২৩ ঘণ্টা এই দুই মাধ্যমে সময় কাটায়। মুশকিল হল, ধারাবাহিক ভাবে নিম্নমেধার আবহে সময় কাটালে লেখক-পাঠক উভয়ের মানের অবনমন ঘটে, অগভীর-তরল-লঘু রচনাকে 'অসাধারণ' ভ্রম হয়। কিছু মননশীল লেখাও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবে তা সিন্ধুতে বিন্দুসম। 'লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়। সামনে ও পিছনে দুর্জ্ঞেয় পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিপুল দায়।'; প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই মন্তব্যটি শুধু সমাজমাধ্যম কেন, ভাদ্রমাসের শুরুতেই প্রকাশিত রাশি রাশি শারদীয়া পত্রিকার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকা কি মেনে চলেন?

শাশ্বত কথা

ধর্ম

ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম,ধর্মের উহাই সার। আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, যথা- ধর্মবক্তৃতা শ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তক পাঠ অথবা বিচার, কেবল ওই পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নহে। ধর্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে- যথা- দার্শনিক,পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক । অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ওই দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র,উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী ও অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ওই দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ওই দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ-যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

যশবন্ত সিনহা

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্ত সিনহার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

বিশ্বাস 'বিশ্বকাপ' আমাদেরই হবে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ ক্রিকটের কথা বলছি। দামামা বেজে গেছে অনেকদিনই হলো। অথচ এই নিয়ে সম্পাদকীয় পাতায় লেখালেখি হবে না তা তো হতে পারে না! তাই,চলুন এবার বিশ্ব ক্রিকেট আভায় মেতে উঠি। অনেক গুলি বিশ্বকাপ আপনাদের মত আমারও দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রবল সুগন্ধ ছড়াচ্ছে এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। গাভাস্কার শ্রীকান্ত শাস্ত্রী মাঞ্জেরেকর অমরনাথ মনীন্দ্র সিং ভেনসরকার সিধু কপিল আজাহার সচিন শ্রীনাথ সৌরভ কুম্বলে দ্রাবিড় লক্ষণ ধোনি আমাদের গর্ব ছিল। আছেও। এই মধ্যে কপিলদেব বিশ্বকাপ এনেছিল। তার বহু বছর পরে ধোনি আনলো। একবার নয় দু'বার। হ্যাঁ,এর মধ্যে টি টোয়েন্টিও ছিল। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বকাপের টিমে সচিন ছিল। কারণ সচিন থাকাকালীন একটা বিশ্বকাপ না পেলে আমরা খুব মর্মাহত হতাম। ধোনি সেটা করতে দেন নি। ফলে সৌরভ যেটা অল্পের জন্য পারেনি-- মানে ফাইনালে উঠেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়, ধোনি সেই বৃত্তটা পূর্ণ করে। আনে বিশ্বকাপ। তবে ওর পূর্বাভাসটা আমরা টের পাই সৌরভ ক্যাপ্টেন থাকাকালীন। মানে ভারত যে বিদেশে জিততে পারে তা দেখালো সৌরভ। তার সময়ে উঠে এসেছিল যুবরাজ ধোনি জাহির সহবাগ হরভাজনের মত প্লেয়াররা। দুঃখের বিষয় অসামান্য প্লেয়ার হওয়া সত্বেও লক্ষণ কোনো বিশ্বকাপ খেলেননি।

বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বকাপের টিমে বিরাট ও তারও আগে রোহিত সিনিয়র। দুজনেই যে কি ভীষণ অসাধারণ প্লেয়ার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গাভাস্কার কে ভুলিয়ে উঠে এসেছিল সচিন। আর সচিনকে ভুলিয়ে আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছে বিরাট। কি অসামান্য প্লেয়ার। কত অল্প সময়ে অত খ্যাতি তো এমনি এমনি হয় না। আমি রোহিত থেকেও বিরাট প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু উনি বিরাটের জায়গা নিতে পারেনি। তবে পারতো। কিন্তু কোথাও যেন বিরাটের ডিসিপ্লিনের কাছে হেরে গেছে। তবু তার ক্যাপ্টেন্সিতে ভারত খেলছে। এবং কি অসামান্য খেলছে!

আসলে সচিন সৌরভ চলে যাওয়ার পর অনেকের মত আমিও খেলা সম্পর্কে খুপ উদাসীন ছিলাম। তারপর আইপিএল চলে আসার পর তো খেলার জাত চেনা খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। কে যে বড় খেলোয়াড় আর কে না তা বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। আমার বাক্তিমতে ওভাবে খেলোয়াড় চেনা যায় না। কারণ এই খেলাতেই জন্ম নেই ইউসুফ পাঠান এর মত প্লেয়াররা। কিন্তু ধারাবাহিকতার ওভাবে ওরা এখন বহু অতীত। সুতরাং দ্রাবিড় লক্ষ্মণের মত প্লেয়ার যে টিমে দরকার তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেলো। সুতরাং এই বিশ্বকাপে এই ধারণা থেকে আমার মনে হয়েছিল কে শুভমন গিল, কে শ্রেয়স আইয়ার, কে কেএল রাহুল? এরা ক' দিনের প্লেয়ার? কি অভিজ্ঞতা আছে যে এরা বিশ্বকাপ খেলবে। একটা সময় মানে ২০০৭ এ রাহুল দ্রাবিড়ের টিমে অভিজ্ঞ রথি-মহারথীরা থাকা সত্বেও বাংলাদেশের কাছে ভারত হেরে যায়। তাহলে এই ইয়ং ব্রিগেড কি পারবে বিশ্বকাপ লড়তে! না, আমি ভুল ছিলাম। আমি অনেকদিন খেলা দেখিনি। বন্ধুরা অনেক বলার পর একটা খেলা দেখলাম। আমার ভুল ভাঙলো। দেখলাম যে খেলাটা সেটা হলো এবারের বিশ্বকাপের শ্রীলঙ্কার লোয়েস্ট স্কোরের ইন্ডিয়া-শ্রীলঙ্কার খেলাটা। আমি অবাক! আমার মনে হলো এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে লিখতে হবে। লিখতেই হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি এ বোলিং আমি আগে দেখিনি। কি স্পেলটাই না করলো শামি, সিরাজ ,বুমরা জাদেজারা। অবাক হতে হয়। আমি সম্মান রেখেই বলছি অগারকার,প্রসাদের এই স্পেল আমি কখনো দেখিনি। না,বালাজি মুনাফ প্যাটেলেও নয়। কিছুটা ইরফান পাঠানে ছিল। তবে তিনি যে কোনো কারণেই হোক না কেন তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেলেন। অনেকটা মনোজ প্রভাকর কিংবা বিনোদ কাম্বলির মত। একটা বিশ্বকাপে নেহারার একটা স্পেল দেখেছিলাম ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বুমরা আমাদের সম্পদ জানতাম। তবে সিরাজ সামি যে এত ভয়ংকর হতে পারে তা জানতাম না। প্রতিটি প্লেয়ার এক অনন্য। কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছে অশ্বিন। ভাবা যায়! এই অশ্বিন ছাড়া যখন টিম ঘোষণা হয়েছিল তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। পরে তাকে টিমে নেওয়া হয়। এখন এই টিমে যেন বোলারদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন লেগে গেছে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। কোচ রাহুল দ্রাবিড় বোধহয় এটাই চেয়েছিলেন। একটা সময় এক ওভারে দু'টো বল লাইনে পড়লে আমরা নাচানাচি করতাম। এখন সবাই ওভারেই ছ'টা বলই মিডল স্ট্যাম্পে ফেলছে। ফলে ব্যাটসম্যান বুঝতেই পারছে না এই বল ব্যাটে কি ভাবে সামলাবে।

সুতরাং এবার কিন্তু আমাদের পজিশন অনেক বেটার। ব্যাটিং আমাদের চিরকালই সেরা। কিন্তু বোলিং নিয়ে আমাদের সারা জীবনের সমস্যা। না,অন্তত এটা এবার নেই। বুমরা সিরাজ সামি অশ্বিন জাদেজারা কিন্তু একেবারে তৈরি। একটা সময় বলা হতো ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ও পাকিস্তানের বোলিং যদি কখনো মেশে তবে বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব। এখন সেটা বলা যাবে না। ১৪৫ কিমি বেগে সিরাজ বল করছে তিনটি স্লিপ নিয়ে-এটা কম কথা নয়। বহু আগে এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্ষেত্রে দেখা যেত। এমনকি ছ'টা বল মিডলস্ট্যাম্প করলে তাকে ম্যাগ্রা বলা হতো। না এখন আর বলা হয় না। দেখুন শেখর ধাওয়ানকে কি সুন্দর ভাবে ভুলিয়ে দিচ্ছে এই শুভমন গিল। সুতরাং কোথাও কোনো আফসোস নেই। বিশ্ব ক্রিকেটের নিরিখে আফসোস হলো একটাই যে এবারের বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেই। ভুললে চলবে না ফাস্ট বল যে কি ওরাই বাকিদের বুঝিয়েছিল। মনে আছে মার্শাল,হোল্ডিং,প্যাটায়ারসন, ওয়ালসদের? ওদের সঙ্গেই কিছুটা লড়েছিল আমাদের সচিন সৌরভ। আমরা ভুলিনি বাচ্ছা সচিন আব্দুল কাদিরকে কিভাবে ছক্কা হাকিয়েছিল, কিভাবে শের্ণ ওয়ার্ন এর ঘুমের স্বপ্নে এসেছিল সচিন কিংবা শোয়েব আখতারের গতিকে ভেঙে কিভাবে লাগাতার বাউন্ডারি- ওভার বাউন্ডারি মেরেছিল সচিন।

তবে এখন সেই গতির বোলার নেই। তবে যা আছে তা টেকনিকের দিক থেকে খুব উন্নত। এখনো অনেক গুণী বোলার আছে। ভারতের কথায় যখন বলছি তখন বলি আমাদের এই বোলারগুলিকে যদি আমরা সামলে রাখি তবে যে কোনো প্রতিপক্ষ আমাদের অনেক ইজি হয়ে যাবে। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইন্ডিয়া সত্যি তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। বিশেষত বোলাররা। আমাদের এবারের সম্পদ বোলাররা। আর রিজার্ভ বেঞ্চও খুব শক্তিশালী। এই টিমে লড়াই খুব প্রবল। প্রতিদিন সকলকে খুব ভালো খেলতে হবে। নইলে একরাশ প্রতিভা বাইরে অপেক্ষা করছে। কে এল রাহুল কিভাবে এত ভালো উইকেট কিপার হয়ে গেলো তা তো জানাই গেলো না। এ কি কিরণ মোরে নাকি! কোনোভাবেই পেছনেই বল গলতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো আবারও বলছি আমাদের বোলিং এখন অনেক উন্নত। ক্রিকেট যে ব্যাটের খেলা নয় এবারের বিশ্বকাপে তা প্রমাণ হচ্ছে। আর এটার নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। এই তো চাই। একটা সময় যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ করতো, পাকিস্থান করতো, অস্ট্রেলিয়া করতো। এখন সেটা ইন্ডিয়া করছে। সুতরাং এখন আর কোনো দুর্বলতার জায়গা নেই আমাদের। সারা ক্রিকেট বিশ্ব সেটা মেনেও নিচ্ছে। ধোনি এত ভালো টিম পায় নি যেটা রোহিত পেয়েছে। সুতরাং এটাকে কাজে লাগাতেই হবে। এই টিমে সবাই সেটা বদ্ধপরিকর। সুতরাং আমরা সবাই আবার স্বপ্ন দেখতে পারি বিশ্বকাপ আমাদের ঘরে আসবে। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস সেটা হবে। হবেই। আপনাদের বিশ্বাস হয় তো?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং অন্নকূট উৎসবের সূচনা

প্রদীপ মারিক

পুরাণ অনুযায়ী, ভালো বৃষ্টি হয়ে যাতে ভালো ফলন হয়, তার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের পুজো করতেন বৃন্দাবনবাসী। গরীব বৃন্দাবনবাসীকে ইন্দ্রের পুজোয় বহু খরচ করা পছন্দ করেননি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সেই খাবার ইন্দ্রকে না দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে বলেন। কৃষ্ণের কথায় বৃন্দাবনবাসী ইন্দ্রের পুজো বন্ধ করলে দেবরাজ রেগে গিয়ে বৃন্দাবনে প্রবল বৃষ্টি শুরু করেন। গোটা বৃন্দাবন ভেসে যেতে বসলে শ্রীকৃষ্ণ এই বিপদ থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। বৃন্দাবনের গোবর্ধন পাহাড় নিজের আঙুলের ডগায় অনায়াসে তুলে ফেলেন শ্রীকৃষ্ণ। তার নীচে আশ্রয় নেন বৃন্দাবনের সকল মানুষ ও গবাদি পশু। টানা সাত দিন এক ভাবে আঙুলের ডগায় গোবর্ধন পর্বতকে তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেই প্রবল বৃষ্টি বন্ধ করেন দেবরাজ ইন্দ্র। সেই থেকে দীপাবলির পরের দিন গোবর্ধন পুজো হয়ে থাকে। ৭ দিন পর ইন্দ্র তার ভুল বুঝতে পেরে সেই ধ্বংসাত্মক কার্য বন্ধ করেন। তিনি কৃষ্ণকে একটি নির্জন স্থানে দেখতে পেয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য ছুটে আসেন। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত গঙ্গার জল দিয়ে এবং চিন্ময় জগৎ থেকে আগত সুরভী গাভীর দুগ্ধ দিয়ে কৃষ্ণকে অভিষেক করান। কথিত হয় যে, ইন্দ্র তার এই ভুলের জন্য ক্রন্দন করতে থাকেন এবং সে চোখের জলে একটি সরোবর সৃষ্টি হয়, যা ইন্দ্র সরোবর নামে পরিচিত। ঐরাবত কৃষ্ণকে যে জল দিয়ে বিধৌত করেছিল সেই জল থেকে সৃষ্টি ঐরাবত কুণ্ড এবং সুরভী গাভীর দুগ্ধ থেকে সৃষ্টি হয় সুরভী কুণ্ড। ৭ দিন সকলকে সেখানে আশ্রয় দেন। এ সময় সকলে নিজের সঙ্গে যে খাদ্যসামগ্রী এনেছিলেন, তার মিশ্রণ বানিয়ে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রসাদ হিসেবে অন্নকূটের ভোগ নিবেদন করা হত গোবর্ধনকে। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী স্বয়ং কৃষ্ণ গোবর্ধন পুজোর পর অন্নকূট উৎসব পালনের আজ্ঞা দেন। গোবর্ধন পুজোর দিনে সকালে কৃষ্ণের অভিষেক করা হয়। তার পর বাড়িতে বিভিন্ন ব্যঞ্জন তৈরি করে তার ভোগ নিবেদন করা হয়। গোবর্ধন পুজোর দিনে বিশেষত কড়ি-ভাত ও বাজরার কোনও পদ তৈরি করা হয় যা অন্নকূট নামে পরিচিত। গোটা গোবর্ধন পর্বতটাই তুলে নেন নিজের কড়ে আঙুলে। ব্রজবাসী সেই পাহাড়ের নিচে আশ্রয় নেন। টানা এক সপ্তাহ ওইভাবেই তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কৃষ্ণ। এদিকে যে ছেলে দিনে আটবার ভোজন করত, সে সাতদিন কিছু খাওয়ার সুযোগ পায়নি। এতে মা যশোদা খুবই উতলা হয়ে ওঠেন। ঠিক করেন সাত দিনে কৃষ্ণ যা যা খেত সেই সব একসঙ্গে তৈরি করে খাওয়াবেন। হিসাব অনুযায়ী ৮ বার করে সাতদিনের হিসাবে ৫৬ রকমের পদ হওয়ার কথা। মা যশোদা সেই ৫৬ রকম পদই কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন ব্রজবাসীরাও। এদিকে ইন্দ্রও নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাতদিন পর আবহাওয়া শান্ত করে দেন। গোর্বধন পর্বত নামিয়ে কৃষ্ণ সেই ৫৬ পদ ভোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। মনে করা হয়, এর থেকে জগন্নাথের ৫৬ ভোগের প্রচলন। অন্নকূট', অন্ন মানে ভাত আর কূট মানে পর্বত। অন্নের পর্বতের ওপর বিরাজ করেন শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনবাসীদের ওই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে বৃন্দাবনের উপরে ছাতার মতো করে ধরে থাকেন। ইন্দ্র পরাজিত হন। তার পর থেকে কৃষ্ণের নির্দেশে বৃন্দাবনবাসী কার্তিক মাসে অমাবস্যার পরদিন 'গিরি গোবর্ধন'-এর পুজো আরম্ভ করে। সেই পুজোই অন্নকূট উৎসব। কলকাতার অনেক মন্দির ও পরিবারে অন্নকূট উৎসব হয়। এই বাংলায় অন্নকূট উৎসব সারম্বরে হয়ে থাকে। বাগবাজারের রবীন্দ্র সরণির রাধা মদনমোহন মন্দির। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোকুলচন্দ্র মিত্র। তার বাবা সীতারাম মিত্র আদিতে ছিলেন হাওড়ার বাসিন্দা। কলকাতায় লবণ ব্যবসা করে শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন গোকুলচন্দ্র। তার অচল বিশ্বাস ছিল মদনমোহনের উপর। বিশ্বাস করতেন, বিষ্ণুপুর থেকে আনা মদনমোহনের বিগ্রহই তার ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। এই মদনমোহনের বিগ্রহটি প্রথমে গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে ছিল না। বিষ্ণুপুরের মহারাজ বীর হাম্বির একবার এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই ছিল মদনমোহনের এই বিগ্ হটি। ভগবানের এই মূর্তিটি দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যান। ওই মূর্তি দেওয়ার জন্য সেই ব্রাহ্মণকে তিনি অনুরোধ করেন। তার জন্য অর্থ ব্যয় করতেও রাজি ছিলেন রাজা। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজি হননি। তখন রাজা তাকে না বলেই মূর্তিটি নিয়ে চলে যান। মূর্তিটি বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ির লক্ষ্মীগৃহে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে বিষ্ণুপুরে বেশি দিন স্থায়ী হননি মদনমোহন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ তার পরিবারের সদস্য দামোদর সিংহের সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এই মামলার খরচ চালাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন রাজা। তাই বাধ্য হয়েই মদনমোহনের মূর্তিটিকে কলকাতার নুন ব্যবসায়ী গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছিল। পরে অবশ্য আবার তিন লক্ষ টাকা নিয়ে বিগ্রহটি গোকুল মিত্রের থেকে আনতে গিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের মহারানি। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন গোকুলচন্দ্র। শোনা যায়, গোকুলচন্দ্র মিত্র হুবহু একই রকম দেখতে একটি মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। আসল মূর্তিটি নিজের কাছে রেখে বিষ্ণুপুরের রাজাকে নতুন তৈরি মূর্তিটি দিয়েছিলেন তিনি। গোকুল মিত্রের ঠাকুরবাড়িতে আজও পূজিত হন মদনমোহন। সেখানেই রয়েছে আসল মূর্তিটি। প্রায় দেড় বিঘা জমির ওপর অবস্থিত এই ঠাকুরবাড়িতে রয়েছে একটি চাঁদনি আকৃতির নাটমন্দির। শহরে এই ধরনের নাটমন্দির প্রায় নেই বললেই চলে। নাটমন্দিরে রয়েছে একটি বিরাট হলঘর যেখানে অধিষ্ঠিত মদনমোহন, রাধিকা ও তার দুই সখী। বৈষ্ণবদের জন্যে খুবই পবিত্র এই ঠাকুরবাড়ি। একতলায় তৈরি হল ঠাকুরদালান ও নাটমন্দির। কার্তিক মাসের শুক্লা-প্রতিপদ তিথিতে নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট উৎসব। প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম চালের ভাত-সহ ১৫৭ রকম পদ তৈরি হয়। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয় ওই অন্নভোগ। জীবদ্দশায় অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি রাণী রাসমনি। তার অবর্তমানে সেই ইচ্ছেপূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রানি রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাস। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠার। কিন্তু তিনিও পারেননি। স্বপ্নাদেশে পাওয়া অন্নপূর্ণা মন্দির শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত করেছিলেন তার স্ত্রী, রানি রাসমণির ছোট মেয়ে জগদম্বা দেবী। ১৮৭৫ সালের ১২ এপ্রিল চৈত্রসংক্রান্তির দিন মন্দির উদ্বোধন হয়। অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা বিগ্রহ। শ্রীশ্রীশিবশক্তি অন্নপূর্ণা ঠাকুরানী নামে পরিচিত। রূপোর পদ্মের ওপর আসীনা দেবী। একটি পদ নীচে ঝোলানো। বাম হাতে অন্নপাত্র, ডান হাতে হাতা, তার সামনে দণ্ডায়মান মহাদেব। মন্দির উদ্বোধনের দিন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এই মন্দিরে চার বার এসেছিলেন এসেছিলেন তিনি। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মন্দির সংলগ্ন বেলতলায় তিনি ভক্তদের সাথে । সেই গাছ আজও বর্তমান। দেবী অন্নপূর্ণার নিত্য পুজো হয়। অন্নকূট উৎসব হয় কালীপুজোর পরের দিন। এছাড়া অন্নপূর্ণা পুজোর দিনও অন্নকূট হয়। অন্নকূট উৎসব যেন নর আর নারায়ণের উৎসব। যেখানে দেবতার প্রাসাদের অধিকার কেবলমাত্র ভক্তদের। পুরান থেকে বর্তমান গিরি গোবর্ধন পূজা আর অন্নকূট উৎসব সমান প্রাসঙ্গিক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফ্ল্যাট বিক্রিতে প্রতারণার অভিযোগ পুরসভার বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে

হুগলি: ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগ তারকেশ্বর পুরসভার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। নাম উঠে আসছে প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করছেন দু'জনেই। কিন্তু, ফ্ল্যাট নিয়ে যে ক্রেতারা দীর্ঘ সমস্যায় ভুগছেন তা মানছেন বর্তমান চেয়ারম্যান।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে এখানে পুরবোর্ড দখল করে তৃণমূল। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দ্রুত পুরসভার আয় বাড়তে হবে। সে কারণেই পুরসভার অধীনস্থ তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৩ সালে সানফ্লাওয়ার গ্রিন প্রজেক্ট লিমিটেড নামে একটি বহুতল নির্মাণকারী সংস্থার হাত ধরে শুরু হয় কাজ। ঠিক হয় দশতলা বহুতল তৈরি হবে। থাকবে ৭২টি ফ্ল্যাট।

সূত্রের খবর, যে সময় এই কাজ শুরু হচ্ছে সেই সময় পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন স্বপন সামন্ত। ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে উত্তম কুণ্ডু। ফ্ল্যাটের জন্য শুরুতে বুকিং করতে হত তারকেশ্বর পুরসভা থেকে। পরবর্তীতে বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিজস্ব অফিস করে সানফ্লাওয়ার। জানানো হয় দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হবে ফ্ল্যাট। বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে খবর। কিন্তু, নিয়মের বাইরে গিয়ে রেজিস্ট্রি করানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। এখন ক্রেতার ফ্ল্যাটের চাবি মিললেও প্রতিশ্রুতি মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ইলেকট্রিকের অবস্থাও খারাপ। দশতলা বহুতলে দু'টি লিফটের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও, একটি লিফট বসানো হয়। কিন্তু, সেটিও অচল। এমনকি ফায়ার লাইসেন্স পর্যন্ত নেই বলে অভিযোগ। ৪০ থেকে ৫০ জন ক্রেতা জানাচ্ছেন আদপেই বসবাসের অযোগ্য এই ফ্ল্যাটগুলি। যে কারণেই প্রশাসনের কাছে লাগাতার অভিযোগ জানাচ্ছেন। কিন্তু, কোনও সুরাহাই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। অসুবিধার কথা স্বীকার করে নেন বর্তমান চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু। আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে সমস্যা সৃষ্টির জন্য প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে আবার কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। পালটা তাঁকেই আবার দোষারোপ করেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত।

সাফল্য বিএসএফের, সীমান্তে উদ্ধার ১০ কোটি টাকার সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের সময় বাগদার রানাঘাট সীমান্তে ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা ১৭টি সোনার বার সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে। উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন প্রায় ১৭ কেজি যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ কোটি টাকার বেশি।

বিএসএফ জানান, ধৃত ব্যক্তির নাম আজর মণ্ডল (২৭)। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। ধৃতকে ও উদ্ধার হওয়া সোনা কলকাতার শুল্ক দপ্তরে হস্তান্তর করে বিএসএফ। আরও জানা যায়, বাগদার রানাঘাটের ৬৮ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট খবর পেয়েছিল যে তাঁদের এলাকায় সোনার বিশাল চোরাচালান ঘটতে চলেছে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে কম্যান্ডারের নেতৃত্বে জওয়ানদের দু'টি দল সন্দেহজনক এলাকার রাস্তার পাশে তল্লাশি অভিযান চালায়। জওয়ানরা একটি সন্দেহজনক বাইক আরোহীকে আসতে দেখে। বাইক আরোহী কাছে এলে জওয়ানরা তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই বাইক আরোহীর কথায় অসংগতি ভাব দেখলে জওয়ানরা বাইক এবং ওই ব্যক্তিকে তল্লাশি করে। তল্লাশির সময় ওই ব্যক্তির কোমরে বাঁধা কাপড়ের বেল্টের ভিতর থেকে ১৭টি সোনার বার পাওয়া যায়। জওয়ানরা সোনা বাজেয়াপ্ত করে এবং বাইক চালককে আটক করে।

তাদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানায়, সে পুল চাষ করে এবং গত ছ' মাস ধরে সে সীমান্ত পাচারের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের মাটিলা গ্রামের বাসিন্দা আমাল মণ্ডলের কাছ থেকে এই সোনার বারগুলি নিয়ে বনগাঁর এক ব্যক্তির কাছে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পথে তল্লাশির সময় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা সোনা সহ তাকে আটক করে। ধৃতকে ও উদ্ধার হওয়া সোনা কলকাতার শুল্ক দপ্তরে হস্তান্তর করে বিএসএফ। তবে এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তাদের খোঁজ চালাচ্ছে বিএসএফ আধিকারিকরা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে জাতিসত্ত্বার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এক গোষ্ঠী থেকে অন্যতে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে; জাতিসত্ত্বার আন্দোলন ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে জঙ্গলমহলে। লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্ত্বার দাবিটিকে আরও জোরালভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার পথে নামছেন সদগোপ সম্প্রদায়। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে রবিবার সদগোপ সমাজ একত্রিত হয়েছিলেন গোপীবল্লভপুরের হাতিবাড়ি এলাকার এক অথিতিশালায়। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার হাতিবাড়ি এলাকায় এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সদগোপ সমাজের সভাপতি রণজিৎ বালা জানান, অন্যান্য রাজ্যে আমরা ওবিসি তালিকাভুক্ত হলেও বাংলায় হয়নি। বাংলায় তালিকা ভুক্ত না

হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকের এই আলোচনা সভায় আগামী দিনের রূপরেখা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটি গঠন করা হল। রবিবার নয়জনের একটি কমিটি গঠন হয় এদিন। সদগোপ সমাজের পক্ষ থেকে কমিটির সদস্য অবনী ঘোষ জানালেন, আমরা প্রাথমিকভাবে জেলায় একটি কমিটি গঠন করা হল। আগামীদিনে আমরা জেলায় একটি সম্মেলন করব এবং আগামীদিনে আমরা রাজ্য কমিটি গঠন হবে। লোকসভা নির্বাচনেরর আগে জঙ্গলমহলে একের পর এক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনে শাসক দল যথেষ্ট চাপে পড়তে চলেছে। একদিকে কুড়মি জাতির আন্দোলন তো চলছেই অন্যদিকে আগামী ৮ তারিখ ভূমিজ রস জেলা দশকের কার্যালয় ঘেরাও করার ডাক দিয়েছে। এগুলোর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সদগোপ সমাজ।

বেসরকারি কারখানায় আয়কর বিভাগের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, ভিতরে আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা, দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন তল্লাশি বেসরকারি কারখানায়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোন্নগরের জিটি রোডে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ওই কারখানায় হানা দেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকদের একটি দল। চারজন আধিকারিক ২টি গাড়িতে করে ভিতরে ঢোকেন। রবিবার পর্যন্ত বাইরে প্রহরায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

রাজ্যের একাধিক জায়গায় দুর্নীতির অভিযোগে শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতাদের বাড়িতে ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ও সিবিআই। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। তার সঙ্গে এবার নতুন সংযোজন আয়কর বিভাগের আধিকারিকদের তল্লাশি। ঘটনায় যথেষ্টই চঞ্চল্য গোটা কোন্নগর জুড়ে।

স্থানীয়রা জানান, কলাগাছের চারা তৈরি হয় ওই কারখানায়। অন্যান্য গাছের চারাও তৈরি হয়। মজুত থাকে রাসায়নিক সার। শনিবার রাতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে কথা বলে বিষয়টি জানার চেষ্টা করলেও, তারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এলাকার কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী জানান, ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, এখনও পর্যন্ত তল্লাশি চলছে। তবে ঠিক কী কারণে তল্লাশি অভিযান চলছে সেই বিষয়ে তাঁদের কাছে সঠিক কোনও খবর নেই। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, রবিবারেও চলেছে তল্লাশি অভিযান। আগে ওই কারখানায় ওষুধ তৈরি হত। তবে ২০০৪ সালে হাত বদলের পর, এখন সেখানে সার তৈরি হয়।

অন্যদিকে, শ্রীরামপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, 'এই সরকার যতদিন রাজ্যে আছে, ততদিন বেআইনি কাজকর্ম চলবে। সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আয়কর দফতর তল্লাশি চালালেই বুঝতে পারবে, নানা জায়গায় বেআইনি কাজকর্ম চলত। সঠিক ভাবে তদন্ত হলে প্রতিটা ব্লকেই দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যাবে।'

ছাগ রক্তে নয়, নর বক্ত সমর্পণ করে দেবী কালিকাকে তুষ্ট করে ভুঁঞেড়া গ্রামের চক্রবর্তী পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: আর কদিন পরেই দীপান্বিতা অমাবস্যা এই অমাবস্যায় বিভিন্ন প্রান্তে পারিবারিক পুজোর রেওয়াজ রয়েছে। পারিবারিক কালী পুজোর ভক্তি নিষ্ঠা মন টানে শক্তি প্রেমীদের। হাওড়ার বাগনানের আগুন্সি ভুঁঞেড়া গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের দেবী কালিকা ছাগ রক্তের পরিবর্তে পঞ্চাশ বছর ধরে তুষ্ট হয়ে আসছেন নর রক্তে। হ্যাঁ, বলির সময় দেবীকে পান পাতায় নর রক্ত সমর্পণ করা হয়। জানা গিয়েছে, ১৮০৬ সালে চক্রবর্তী পরিবারের শক্তির উপাসক জগমোহন চক্রবর্তী একদিন রাতে স্বপ্নাদেশ পান তাদের পরিবারের পুকুরের মাঝখানে একটি তামার ঘট রয়েছে। তা তুলে এনে দেবী কালিকা পুজো শুরু করতে হবে। প্রসঙ্গত, এই পরিবারটি আগে আচার্য হিসেবে পরিচিত ছিল পরবর্তী সময়ে চক্রবর্তী পদবী গ্রহণ করে। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর ভোর বেলায় পরিবারের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বেড় জাল ফেলে পুকুরের মাঝখান থেকে তুলে আনা হয় তামার ঘট। দীপান্বিতা অমাবস্যা রাতেই এই ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় দেবীর। সেই ঘট আজও বিদ্যমান বলে জানিয়েছেন চক্রবর্তী পরিবারের বয়স্ক শঙ্কর চক্রবর্তী। এরপর নীতি মেনে নিয়মিত ঘটা করে চক্রবর্তী পরিবারের দেবী কালিকা পূজিতা হয়ে আসছেন। শক্তি আরাধনার প্রকরণ হিসেবে আগে এখানে ছাগ বলি হত। কিন্তু ৫০ বছর আগে পুজা মণ্ডপে বলি প্রদত্ত ছাগের আর্তনাদ শঙ্কর বাবুর বাবা যুগল চক্রবর্তীর মন ভিজিয়ে দেয়। ছাদের রক্ত দেখে সে রাতেই কেঁদে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নিরীহ পশু বলি নয় দেবী যদি রক্তেই তুষ্ট হন তাহলে পরিবারের কারুর রক্তেই তুষ্ট হবেন। পরের বছর এই ছাগল বলি বন্ধ করে বুক চিরে রক্ত দিলেন শংকর বাবুর বাবা। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। জানা গিয়েছে সারাদিন উপোস থেকে সাত্ত্বিক আচারে বলি সময় পরিবারের কোনও একজন পুরুষ বুক চিরে রক্ত দেবেন এবং সেই রক্ত পান পাতায় ভরে দেবী কালিকাকে সমর্পণ করা হবে। এই নর রক্তেই শতাধিক বছর ধরে তুষ্ট হয়ে আসছেন চক্রবর্তী পরিবারের দেবী কালিকা। যার মিথ জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন মনোরম পরিবেশে সুন্দর মন্দিরে পূজিতা হচ্ছেন দেবী কালিকা।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন:০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যক্স :০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ , www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসি-এর শরৎ সদনে 1 (এক) সংখ্যক কাজের জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ: ০১.১১.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: ২৩.১১.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন: https://wbtenders.gov.in।

১৭৯(৩)/২৩-২৪ — একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
০৩.১১.২০২৩ — হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (৩১৬৭৭)
এফই ব্লক, সল্টলেক শাখা
এইই-২৩৩, সেক্টর-৩, (সল্টলেক)
কলকাতা: ৭০০১০৬, ই-মেল: sbi.31677@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই এফই ব্লক, সল্টলেক শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সিঞ্চিতা মিস্ত্রি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৩৪.৪৬০ গ্রাম নিট ওজন ২৬.৮৭৮ গ্রাম	১টি মান্তাশা
২.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ১৩.০০০ গ্রাম (মোম বাদে) নিট ওজন ৯.৭৫০ গ্রাম	১টি মোমের সাথে চুড়ি
৩.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৩২.৮২০ গ্রাম নিট ওজন ২৪.৬২০ গ্রাম	১টি নেকলেস ২টি কানের দুল
৪.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ১৭.০০০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬০০ গ্রাম	১টি চেন ঝুমকা
৫.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৯.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৭.৩৯০ গ্রাম	১ সেট চেন বোতাম
৬.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ২৪.৯০০ গ্রাম (পাথর বাদে) নিট ওজন ১৯.৪২০ গ্রাম	১টি মপ চেন + ১টি পাথর সহ হাতের আংটি
৭.	১৬.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১২.০০০ গ্রাম (মোম বাদে) নিট ওজন ৯.৩৬০ গ্রাম	১টি মোমের সাথে চুড়ি

স্থান: সল্টলেক — **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৬.১১.২০২৩ — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

নিদর্শ জি
পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী অরবিট ফাইনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬ -এর রেগুলেশনস্ ৩৬এ(১) অধীন]

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/ সিআইএন/ এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	অরবিট ফাইনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ সিআইএন: U74140WB2009PTC136173 প্যান AAABCO2090G
২.	নিবন্ধভুক্ত দপ্তরের ঠিকানা	৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, কক্ষ নং ৩০৩, কলকাতা কলকাতা পঃবঃ ৭০০০০১ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত সেই জায়গার বিবরণ	কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য/ পরিষেবাদির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ বর্ষে কোনও রাজস্ব নেই
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	কর্মচারী নেই
৮.	দুই বছরের শেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (সময়সূচী সহ), ঋণদাতাদের তালিকা, প্রক্রিয়াটির পরবর্তী ইভেন্টগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখগুলি সহ আরও বিশদ এখানে উপলব্ধ :	cirp.orbit777@gmail.com -তে ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যেতে পারে
৯.	কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা এখানে উপলব্ধ :	cirp.orbit777@gmail.com -তে ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যেতে পারে
১০.	আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২১ নভেম্বর, ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৩ নভেম্বর, ২০২৩
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমার শেষ তারিখ	২৮ নভেম্বর, ২০২৩
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	০১ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৫ জানুয়ারি, ২০২৩
১৬.	ইওআই জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়া করুন	cirp.orbit777@gmail.com

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া - রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-2018/11710
তারিখ : ০৬.১১.২০২৩ — ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কক্ষ নং ৪, কলকাতা: ৭০০০০১
স্থান : কলকাতা — অরবিট ফাইনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U72900WB2014PTC199722)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫; যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫
ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	২,০৮,০০,০০০.০০ টাকা (দুই কোটি আট লাখ টাকা)	২০,৮০,০০০ টাকা (কুড়ি লাখ আশি হাজার টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।				
খ	সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	২,০৮,০০,০০০.০০ টাকা (দুই কোটি আট লাখ টাকা)	২০,৮০,০০০ টাকা (কুড়ি লাখ আশি হাজার টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ০৬.১২.২০২৩ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ০৬.১২.২০২৩ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ২০.১১.২০২৩
৩. নিলাম প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ০২.১২.২০২৩
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ০৪.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৬.১২.২০২৩ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com থেকে।

স্বা/- রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148 এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ০৬.১১.২০২৩ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **০৭.১২.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৭.১২.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১	ঋণগ্রহীতা : **মমতা হোসিয়ারি প্রাইভেট লিমিটেড**, ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : **১) শ্রীমতি মমতা ঘোষ, ২) শ্রী দেবনাথ ঘোষ, ৩) বিশ্বনাথ ঘোষ** **সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২কাঠা ১৭ বর্গফুট তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৪/এ, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাইলেন, জেএল নং -০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, মৌজা- বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা- জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৮, জসিস নং ২৮১২-২০১৪ সালের, **সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : মেন রোড, পূর্বে : গীতা পাল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে: মেন রোড সমন্বিত। **(দখলের ধরন : প্রতীকী)** **সম্পত্তি ২:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৫/এ,বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাইলেন, জেএল নং০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৪, সিট নং-০২, মৌজা-বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১০৮, দলিল নং -১৮০৪ -১৯৯৭, **সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : কেশব ভারত এবং নিরঞ্জন সরকারেরক জমি,দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধরণের চলার পথ, পূর্বে : বিমল কুমার রায়ের প্লট (দাগ -২৯২৪), পশ্চিমে : রেখা পাল এবং মমতা গোপ (ঘোষ) এর সম্পত্তি সমন্বিত। **(দখলের ধরন :প্রতীকী)** **সম্পত্তি ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২১, বীরডিঙ্গি সেকেন্ড বাইলেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, ২৯২৪, সিট নং ০২, মৌজা- বালটিকুড়ি,ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৮, দলিল নং -৬৩-১৯৯৫ সালের, **সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি মমতা গোপ (ঘোষ), সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেখা পাল এর জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ২৯২৩ এবং ২৯২৪, পশ্চিমে : সড়ক এবং নিকাশি সমন্বিত। **(দখলের ধরন : প্রতীকী)**।	**সম্পত্তি ১ :** ক) ৮০,৪২,০০০.০০ টাকা খ) ৮,০৪,২০০.০০ টাকা **সম্পত্তি ২ :** ক) ৬২,৯১,০০০.০০ টাকা খ) ৬,২৯,১০০.০০ টাকা **সম্পত্তি ৩ :** ক) ৯৮,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯,৮১,৪০০.০০ টাকা	৮,৫৬,৭৪,০২৪.৮৬ টাকা (আট কোটি ছাপান্ন লাখ চুয়াত্তর হাজার চব্বিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) ২৯.১০.২০২২ অনুযায়ী এবং এনপিএ তারিখ থেকে অনাদায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং চার্জ সহ নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫	ক) নেই খ) প্রতীকী দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি ডাকের জন্য)
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০১.১২.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৬.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন: (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী ২২.১১.২০২৩ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স এন আর এন্টারপ্রাইজেস,** ঠিকানা- ১২১/১, বনমালি ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৪। শ্রী শুভজিৎ ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) ঠিকানা-১২১/১, বনমালী ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৪। শ্রী নিখিল কুমার ঘোষ ১২১/১, বনমালী ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০০৩৪ **শাখা:** হাজরা রোড	মেজানাইন ফ্লোর সহ দোতলা বিল্ডিং সহ ০১ কাঠা ০৬ ছটাক পরিমাপকৃত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং যা মৌজা - সাহাপুর, পরগণা - মাগুরা, জেএল নং ০৮, তৌজি নং ৯৩, ১০১, আরএস নং ১৭৯, আরএস খতিয়ান নং- ৮১৬, সাবেক দাগ নং- ৯৩৪ এবং হাল দাগ নং ৩৪৯১,প্রেমিসেস নং ১৯, কবি গুরু সরণি, ওয়ার্ড নং ১১৮ কেএমসি, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা -২৪ দক্ষিণ পরগণা এ অবস্থিত নিখিল কুমার ঘোষের নামে। **সীমানা:** উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- অজয় চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- মেনোকা সাধুখাঁ এর সম্পত্তি দ্বারা ।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৪১,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,১০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30129927210 ছ) ৮৫,৪৭,০১৭.০০ টাকা (পঁচাশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সতেরো টাকা মাত্র এবং ০১.১১.২০২৩ থেকে তদুপরি সুদ, খরচ ও চার্জ।
২.	**শ্রী অনুপ কুমার মিশ্র,** পিতা- প্রয়াত কেসের দেও মিশ্র, শ্রী নিখিল কুমার মিশ্র, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং - ৪০২, ৪র্থ তল, বি ব্লক, ৪০৯, টি.এন. মুখার্জি রোড, পোস্ট - মাখলা, জেলা- হুগলী-৭১২২৪৫ **শাখা:** বেলিঘাটা	জি+৩ তলা আবাসিক ভবনের বি ব্লকে ২য় তলায় (বিল্ডিংয়ের উত্তর পূর্ব দিকে) ১০০২ বর্গফুট (প্রায়) পরিমাপের ফ্লাট নং - ২০২ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার বিয়ারিং হোল্ডিং নম্বর- ২৬৮, আর এস দাগ নং- ১৭৫২, আরএস খতিয়ান নং - ৫১২, এলআর দাগ নং -১৭৭৮, এলআর খতিয়ান নং - ৬৮৬,১৭৪৭, ৭৭৫৯, ৭৭৬০ ও ৭৭৬১, মৌজা - মাখলা, জেএল নং -১১, ওয়ার্ড নং- ২২, প্রবাসী ক্লাবের কাছে ডালনিপাড়া, পোস্ট - মাখলা, থানা - উত্তরপাড়া, কোতরং পৌরসভা, এডিএসআরও- উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলী, পিন , ৭১২২৪৫। **সীমানা:** উত্তর- প্রথম তলায় অ্যাপার্টমেন্টের সাধারণ উন্মুক্ত প্যাসেজ, দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং-২০৩ এবং করিডোর প্যাসেজ সিঁড়ির দিকে, পূর্ব- প্রথম তলায় অ্যাপার্টমেন্টের সাধারণ উন্মুক্ত প্যাসেজ, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং-২০১ দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৯,৪০,৭৬৬.০০ টাকা ঘ) ১,৯৪,০৭৭.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50446587011 ছ) ২৬,২৮,৭৩১.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আঠাশ হাজার সাতশো একত্রিশ টাকা মাত্র) এবং ০১.১১.২০২৩ তারিখ থেকে তদুপরি সুদ, খরচ ও চার্জ।
৩.	**নিতাই দেবনাথ,** পিতা- প্রয়াত শিবা পদ দেবনাথ এবং মানবী দেবনাথ, ব্লক এ/১, নেতাজি নগর, মুজিবর রহমান রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০১৩২ **শাখা:** কাঁকুড়গাছি	ব্লক বি-এর তৃতীয় তলায় মার্বেল মেঝের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৮৪৮ বর্গফুট পরিমাপ কমবেশি ৮৪৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সেইসঙ্গে জেএস অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত উক্ত বহুতল ভবনের নিচে থাকা জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ সহ, হোল্ডিং নং ৫/এ/৬৪, মুজিবর রহমান রোড এ অবস্থিত,এডিএসআর অফিস, বারাসত এবং থানা - মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১৬, ফ্ল্যাটটি আরএস দাগ নং ১৩৪২ এর অধীনে আরএস খতিয়ান নং ৭৩৪ এর অধীনে ১৮ কাঠা১২ ছটাক পরিমাপের জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল উপর স্থাপিত হয়েছে এবং মৌজা - দোহারিয়া, জেএল নং ৪৫, রে সা নং ১৩২ এবং ১১৩৯ তে অবস্থিত। **সীমানা:** উত্তর- দাগ নং ১৩৪২, দক্ষিণ- ২০' প্রশস্ত মুজিবর রহমান রোড, পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিম- দাগ নং ১৩৪২ দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২২,৫২,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৫,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30182199229 ছ) ১৫,২০,০৬৭.০০ টাকা (পনের লক্ষ কুড়ি হাজার সাতষট্টি টাকা মাত্র) তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৪.	**শ্রীমতী সঙ্গীতা দাস এবং শ্রী প্রণয় দাস,** ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **শাখা:** রাসবিহারী অ্যাভিনিউ	উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় উত্তর-পশ্চিম দিকে মোজাইক মেঝের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৬২০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এলাকা) যার আছে ২টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমি যে জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে তার অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং উল্লিখিত ফ্ল্যাটে ও উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের সমস্ত সাধারণ অংশের সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধার উপর আনুপাতিক অধিকার যা মৌজা রায়পুর জেএল নং ৩৩ এবং ই.পি. নং ১৫৪ এসপি নং ৪২৯/১, সিএস প্লট নং ১৩৫৬ (পি), ১০৪৪ (পি), ১০৪৬ (পি), থানা- এখন নেতাজি নগরে আগে যাদবপুরে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯৯ এবং পৌরপ্রেমিসেস নং ৬৯/১/৩/১৩২/১, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৪৭ এবং ডাক ঠিকানা ৩/ ৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৪৭ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীনে অবস্থিত যেখানে সোজা তিন তলা ইটের তৈরি বিল্ডিংটি তার উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- প্লট নং ১৫৪এ, দক্ষিণ- ৮ ফুট কলোনি রোড, পূর্ব- প্লট নং ১৫৩, পশ্চিম- ৮ ফুট কলোনি রোড দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৯,৫৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৯৫,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50313366185 ছ) ২৬,১৫,৪৬৩.০০ টাকা তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৫.	**মেসার্স বিনা অষ্টমী ড্রেসেস,** স্বত্বাধিকারী- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি, ১৪/সি রায়পুর রোড, পোস্ট - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ শ্রীমতী সুমিত্রা গিরি ১৪/সি রায়পুর রোড, পোস্ট - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি,** ১৪/সি রায়পুর রোড, পোস্ট - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **শাখা:** মুকুল বোস রোড	মেজানাইন ফ্লোর সহ আরসিসি বিল্ডিং সহ জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩১ বর্গফুট বা ২.৪৮ কাঠা জমির উপর নির্মিত, মৌজা - রায়পুর, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৫৬, দাগ নং ৮৩, খতিয়ান নং ৩১০, প্রেমিসেস নং ১৪সি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন রায়পুর রোড, থানা - যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯২, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ) শ্রীমতী সুমিত্রা গিরি -এর নামে দলিল নং আই-২৬৭২, **নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিবেষ্ঠিত:** উত্তরে-প্রেমিসেস নং ১৪এ, রায়পুর রোড, দক্ষিণে- ২/৪, শ্রী কলোনি দ্বারা, পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- ১৪ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫০,২২,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,০২,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ /-টাকা চ) IDIB30011479677 ছ) ৯৫,৭৮,৮৮৮.০০ টাকা তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৬.	**মেসার্স মিলেনিয়াম ট্রেডার্স** (স্বত্বাধিকারী - সৌমিক চক্রবর্তী ৫২/৪, বিদ্যায়তন সরণি, কলকাতা , ৭০০০৩৫) **শ্রী সৌমিক চক্রবর্তী** (স্বত্বাধিকারী - মিলেনিয়াম ট্রেডার্স), ৬৮২, এমবি রোড, ফ্ল্যাট নং এ-৪, ৫ম তল, তিরকুট গার্ডেন, থানা- নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৫১ **শাখা:** সল্ট লেক	প্রেমিসেস নং ৬৮২ এর ৫ম তলায়, উত্তর পাশের আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি সুপার বিল্ট এলাকা ১২১৫ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া-১০১২ বর্গফুট) মৌজা- দক্ষিণ মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৮, আরএস নং.১০২ ,তৌজি নং ১৯৪ আরএস দাগ নং ৯০৬০ আরএস- খতিয়ান নং - ১৪৭৮ এ গঠিত, মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ৬৮২, এমবি রোড বিরাটী, পাঠানপুর মোড়, পোস্ট - বিরাটি, থানা- নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৫১ এডিএসআর অফিস কাসিপুর দমদম উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দম দম পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার মধ্যে, তিরকুট গার্ডেন বিল্ডিং এ অবস্থিত। **সীমানা:** উত্তর- ৩০ ফুট চওড়া এমবি রোড, দক্ষিণ- পুকুর ও সিইএসসির বিরাটি পাঠানপুর এইচটি ট্রান্সফরমার, পূর্ব- ইউসুফ কাঁঠালের সম্পত্তি ডঃ পল্লব কুমার মজুমদার দ্বারা ইএনটি কেয়ার সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত, পশ্চিম- ৬৮১, এম বি রোড দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৬,৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৬৫,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB6077714275 ছ) ১,০৬,০৪,৪০৫.০০ টাকা তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় - **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi - ২২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত।**
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ-এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -এ যোগাযোগ করুন। বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৩, স্থান: কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজেপি নেতাদের বাড়িছাড়া করার হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি থেকে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়ককে পাশে নিয়ে বিজেপি নেতাদের বাড়িছাড়া করার হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার। তৃণমূল নেতার সুরে সুর মিলিয়ে দেশ থেকে বিজেপিকে নিপাত করার ডাক দিলেন বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। পালটা হুঁশিয়রি বিজেপি সভাপতির।

বিজেপি থেকে সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। বিধায়ককে পাশে নিয়ে বিজেপি নেতাদের বাড়িছাড়া করার ডাক দিলেন জয়পুরের তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল। রবিবার জয়পুরে একটি রিসর্টে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এমন হুঁশিয়ারি দিলেন জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল।

আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের গরিব মানুষের টাকা আটকে দিয়ে যে ভাবে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছে বিজেপি রাজ্য নেতা, সাংসদ ও বিধায়করা, যদি বাংলার প্রাপ্য এই প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রের মোদি সরকার না দেয়, তা হলে এবার বিজেপি নেতাদের ঘেরাও করা হবে এবং তাঁদের বাড়িছাড়া করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়রি দেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বটব্যাল। বাংলাকে বঞ্চনা করলে এর ফল পাবে বিজেপি এমন কড়া হুঁশিয়ারিও শোনা যায় তৃণমূল নেতার কণ্ঠে। এই বক্তব্যের পরে তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি সঠিক কথা বলেছেন এবং এটাই করা হবে।

এদিন শুধু তৃণমূল ব্লক সভাপতি নন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ও বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারও। বিধায়ক দাবি করেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার বাংলার মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভোট আদায় করে মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে চলেছেন। এদিন তিনি সুর চড়িয়ে জানান, বিজেপি নেতাদের দেখলে প্রশ্ন করবেন ১০০ দিনের টাকা দিন, আবাসের টাকা দিন। শুভেন্দু অধিকারী এলাকায় আসবেন, তাঁর কাছেও এই প্রশ্ন করবেন আপনারা। এদিন তৃণমূলের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকারকে নিপাত করার ডাক দিলেন বিধায়ক হরকালী প্রতিহার।

এবিষয়ে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখার দাবি, সময় সব কথা বলবে। কে কাকে ঘিরে রাখবে আর কাকে বাড়িছাড়া করবে আর কে জেলে যাবে। আগে জিতে দেখান, তারপর বিজেপিকে নিপাত করবেন।

৫ বেকার ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের চালানো স্কুলের খোঁজ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পাঁচ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী ও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকের চালানো বর্ধমানের জুনিয়র হাইস্কুলের বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন রাজ্যপাল।

রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কেউ কোনও দিন মুখ ফিরেও তাকাননি। তবুও শিক্ষকের আকালে বন্ধ হতে বসা এই রাজ্যেরই পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি জুনিয়র হাইস্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন পাঁচ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী এবং এক অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তাঁরা কোনও বেতন বা সান্মানিকও পান না। শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁরা বছরের পর বছর ধরে স্কুলে পাঠদান করে যাচ্ছেন জেনে স্তম্ভিত বাংলার রাজ্যপাল।

শারদোৎসব কাটতে না কাটতেই ওই স্কুলটির বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন স্বয়ং বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আর রাজ্যপাল খোঁজখবর নেওয়ার পর থেকেই স্কুলটির হাল ফেরার ব্যাপারে আশার আলো দেখছেন স্কুলটির শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের পাড়াতল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম বসন্তপুর। একদা এই গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের ভরসা বলতে ছিল শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক স্কুল। আশপাশেও ছিল না কোনও জুনিয়র হাইস্কুল বা হাইস্কুল। তাই লেখাপড়া শেখার জন্য বসন্তপুর ও তার সংলগ্ন বেত্রাগড়, সজিপুর প্রভৃতি গ্রামের ছেলে মেয়েদের প্রায় ৫-৭ কিলোমিটার দূরে জামালপুর বা সেলিমাবাদ হাইস্কুলে যেতে হত। এই দূরত্ব স্কুল বিমুখ করে তুলছিল এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির পরিবারের ছেলে মেয়েদের। বিষয়টি নিয়ে বসন্তপুর গ্রামের অনেক মানুষজনই ভাবিত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার স্বার্থে একটি জুনিয়র হাইস্কুল গড়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেন স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথবাবু জানান, বসন্তপুর গ্রামে একটি জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ২০১০ সালের প্রথম থেকে লড়াই শুরু করেন। এই ব্যাপারে তিনি গ্রামের মানুষজন এবং তৎকালীন জামালপুর ব্লকের স্কুল পরিদর্শক (এসআই) সমরেশ দাসের প্রভূত সহযোগিতা পান। ওই বছরের জুন মাসে শিক্ষা দপ্তর থেকে বসন্তপুর গ্রামে জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সবুজ সংকেত মেলে। স্কুলের একটি ঘর তৈরির জন্য ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকাও অনুমোদন হয়ে যায়। কিন্তু অনুমোদনের নথিতে ত্রুটি থাকায় 'প্রপোজাল' ফেরত চলে যায়। এরপর থেকে স্কুল ঘর তৈরি নিয়ে টালবাহানা চলতেই থাকে। এমনকি স্কুলের জন্য জমি পাওয়া নিয়েও চূড়ান্ত জটিলতা তৈরি হয়। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি।

দ্বিজেনবাবু আরও জানান, শেষমেশ স্কুল তৈরির জন্য সরকারের তরফে বসন্তপুর গ্রামে দুই বিঘার মতো জমি বরাদ্দ করা হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি ওই জমির তথ্য উল্লেখ করে সেখানে স্কুল তৈরির অনুমোদন দেয়। পূর্বে পাওয়া ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকায় ওই বছরেরই শেষের দিকে স্কুল ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর জন্য চারজন 'গেস্ট টিচার্স' মেলে। এখন স্কুলের ১৩৯ জন পড়ুয়ার মিডডে মিল রান্নার ঘর ছাড়াও টিচার্স রুম সহ পাঁচটি ঘর রয়েছে। এছাড়াও অপর একটি ঘরের নির্মাণ কাজ চলছে। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে শিক্ষকের আকাল দেখা দিলে স্কুল চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। তাই স্বস্তিতে নেই বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের পড়ুয়ারা, অভিভাবক ও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষজন। তাঁরা এখন স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন।

এমন আশঙ্কা তৈরির কারণটাও যথেষ্ট চমকে দেওয়ার মতোই। দ্বিজেন ঘোষ বলেন,'আমাদের স্কুলের জন্য ২০১৮ সালে তিনজন স্থায়ী শিক্ষক অনুমোদন হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত স্কুলে একজনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। অতিথি শিক্ষকদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। এখন গোটা স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র একজন অতিথি শিক্ষক। তিনিও অসুস্থ। ওই অবস্থায় শিক্ষকের অভাবের কারণে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্কুলে তালা পড়া আটকাতে বেতনের প্রত্যাশা না করেই তিনি এবং আরও পাঁচ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী পড়ুয়াদের পাঠদানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।'

পাশাপাশি তিনি এও জানান, ওই বেকারদের মধ্যে সুমন মাঝি ও স্বাগতা ঘোষ বাংলায় এমএ এবং শিল্পা সাহা ভূগোলে ও সহেলি মণ্ডল ইতিহাসে এমএ পাশ করেছেন। আর বিশ্বজিৎ মিত্র বিএসসি পাশ। এঁদের বেশিরভাগের বিএড কোর্সও সম্পূর্ণ করা রয়েছে। দ্বিজেনবাবু জানান, নিঃস্বার্থে এই শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা পাশে দাঁড়িয়েছে বলেই এখনও স্কুলটি টিকিয়ে রাখা গিয়েছে। তবে স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া এইভাবে আর কতদিন স্কুলটি চালানো সম্ভব হবে তা নিয়েও দ্বিজেনবাবু সংশয় প্রকাশ করেছেন। এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে পাঁচ উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী এবং অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ শিক্ষকের এমন অবদানের কথা জেনে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু বলেন, 'স্কুল বাঁচাতে পাঁচ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীর নিঃস্বার্থে পাঠদানের বিষয়টিকে কুর্ণিশ জানাই।'

আর লক্ষ্মীপুজো শেষে স্কুল খোলার পর দ্বিজেনবাবু বলেন, 'আমাদের স্কুলের দুরাবস্থার বিষয়টি বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মহাশয়কে জানাতে পেরেছিলাম। রাজ্যপাল মহাশয়ের নির্দেশে ওনার দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক দিন কয়েক আগে আমায় ফোন করেন। তিনি আমার কাছে আমাদের স্কুলের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা সহ সবিস্তার জানতে চান। এমনকি রাজ্যপাল মহাশয় যে কোনও দিন আমাদের স্কুলে আসতে পারেন।'

রাজ্যপালের দপ্তর স্কুলটির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ায় কিছুটা হলেও আপ্লুত দ্বিজেনবাবু সহ অপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দ্বিজেনবাবুর আশা, এবার হয়তো বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের সুদিন ফিরবে। জামালপুর ব্লকের স্কুল পরিদর্শক অনিন্দিতা সাহা বলেন, 'রাজ্যপাল দপ্তর থেকে ফোন করেছিল বলে শুনেছি। ওই স্কুলের সমস্যা মেটাতে আমরাও সচেষ্ট। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো রয়েছে।'

ফ্ল্যাট বিক্রি করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার আইনজীবী, প্রোমোটার ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: প্রতারিত হলেন খোদ আইনজীবী! অভিযোগ, ফ্ল্যাট বিক্রি করতে গিয়ে জালিয়াতির শিকার হলেন তিনি। ঘটনায় গ্রেপ্তার প্রোমোটার।

জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর আদালতের আইনজীবী শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর দাবি, তিনি ২০২০ সালের জুলাই মাস নাগাদ বালিগঞ্জের এক প্রোমোটার রাজেন্দ্র কুমার মালুর কাছ থেকে একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। শ্রীরামপুরে দু'টি আবাসন তৈরি করছে ওই প্রোমোটারের সংস্থা সিদ্ধেশ্বর ডেভোলপার। এরপর শ্রীরামপুরের ঊষা আবাসনে ৪০১ নম্বরটি ফ্ল্যাটটি ২২ লক্ষ টাকায় রেজিস্ট্রি করেন ওই আইনজীবী। সেই সময় ফ্ল্যাটের কিছু কাজ বাকি ছিল। সেই কাজ আজ হবে কাল হবে করে আর হাতে পাননি শেখ মুজিবর রহমান।

এরই মধ্যে ফ্ল্যাট দেখতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্ল্যাটটি অন্য একজনকে বিক্রি করে দিয়েছেন প্রোমোটার। এমনটাই অভিযোগ শ্রীরামপুর আদালতের আইনজীবীর। এরপর গত জুন মাস নাগাদ অভিযুক্ত

প্রোমোটার রাজেন্দ্র কুমার মালুর বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে রাজেন্দ্র হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বিচারপতি তা খারিজ করে দেন। এরপরই অভিযুক্তকে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করেন। ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

সমিতির সার বিক্রি করলেন অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কৃষি সমবায় সমিতিগুলি হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে ঘুঘুর বাসা। চাষিদেরকে সার না দিয়ে বিভিন্ন সময় ঘুরপথে বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে চাষিদের সার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনির আট নম্বর গড়মাল গ্রাম পঞ্চায়েতের জাড়া মিরগা অঞ্চলের কৃষি সমবায় সমিতিতে চলছিল লুঠতরাজ। দাবিদাওয়া জানালে সমবায় সমিতির ম্যানেজার গ্রামবাসীদের দিত গালি,

তার পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিয়ে দেখে নেওয়ার কথা বলে হুঁশিয়ারি দিত বলে জানা যায়। এতদিন বিনা রসিদে ন্যায্য মূল্যের বেশি মূল্যে সার কিনতে হত। পরে ম্যানেজার ও বাড়ির সদস্য মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারের জন্য আধারের ছাপ সংগ্রহ করত। সমিতির প্রকৃত সদস্য ও প্রান্তিক চাষিদের বঞ্চিত করে নিজের পছন্দ মতো লোকদের সার বিক্রি করত। শেষমেষ গত ৩ নভেম্বর এলাকার চাষিরা অভিযোগ জানান স্থানীয় বিডিও, ব্লক সমবায় দপ্তর, ব্লক কৃষি দপ্তর, জেলা কৃষি দপ্তর, জেলা সমবায় সমিতিতে এবং জেলা শাসকের দপ্তরে। অভিযোগকারী চাষিরা জানান, সকলে ভালো ব্যবহার করলেও এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেও ব্লকের সমবায় আধিকারিক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিত্যানন্দ রায় সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। যদিও জেলা কৃষি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, মেদিনীপুর সদর সাবডিভিশান ও শালবনী ব্লকের কৃষি আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ছুটির দিন সত্ত্বেও এই সমবায় সমিতিতে আসেন এবং চল্লিশ জন সদস্য চাষির অভিযোগ শোনেন। পরে মজুত রাসায়নিক সারের বস্তা ন্যায্য মূল্যে চাষিদের বিলি করেন। ম্যানেজার নিত্যানন্দ রায়কে শোকজ করেন। তিনদিনের মধ্যে শোকজের জবাব চান, অন্যথায় তিনি লাইসেন্স বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান। আধিকারিকের এই দ্রুত পদক্ষেপে এলাকাবাসী চাষিরা খুব খুশি।

ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন সাংসদ সৌমিত্র খাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, আদালত থেকে বেরিয়ে হুংকার সাংসদের। সোনামুখী থানার আইসি এবং তাঁর পরিবারকে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারির অভিযোগে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ধারায় মামলার রুজু করে সোনামুখী থানার পুলিশ। সেই মামলায় গত পয়লা নভেম্বর হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় ৭ নভেম্বরের মধ্যে সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আজ দুপুর বারোটা নাগাদ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ আত্মসমর্পণ করেন, দীর্ঘ সময় আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন

বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত। আদালত থেকে বেরিয়ে হুংকার দিয়ে সাংসদ বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস যেন জেনে রাখে হাজার শত চেষ্টা করলেও তৃণমূল কংগ্রেসে সৌমিত্র খাঁ যোগদান করবে না, তাতে যত বড়ই পানিশমেন্ট হোক লড়াই করার ক্ষমতা আছে, তাতে যতই পুলিশ প্রশাসন আমার বিরুদ্ধে যা খুশি করুক।'

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব

নিজস্ব সংবাদদাতা, উস্থি: বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল নেতৃত্বরা। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থির হাইস্কুল মাঠে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করেছিল শাসকদল। সেই মঞ্চ থেকেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন উপস্থিত বক্তারা।

উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মৈদুল ইসলাম, বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলার বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা শক্তিপদ মণ্ডল, সুন্দরবন জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি বাপি হালদার, ব্লক যুব সভাপতি ইমরান হাসান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সব্যসাচী গায়েন, তৃণমূল নেতা সঞ্জিব মণ্ডল প্রমুখ। বিধানসভার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মইদুল ইসলাম বলেন, 'আগামী দিন আমাদেরকে আরও সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। বাংলার হাজার হাজার মানুষের একশ দিনের বকেয়া টাকা দিতেই হবে।'

আজও কালীকে কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার রীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে অরণ্যে ভরা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার ধাত্রীগ্রামে ডাকাতরা মা কালীকে পুজো দিত এবং মোষ বলি করে ডাকাতি করতে যেত ডাকাত দল।

সে সব এখন অতীত, যুগের তালে তালে এখন বেড়েছে জনবসতি। তাই এখন বাড়ির পুজোর আকার নিল ডাকাত কালী, তবে এখন ডাকাত কালী নয়, কালনার ধাত্রীগ্রামের চ্যাটার্জি বাড়ির বুড়ো মা বলেই গ্রামে পরিচিত। জানা গিয়েছে, ঠিক কত বছর আগে তা কারও জানা নেই, তবে এখানকার কালী জাগ্রত হওয়ায় তাঁকে কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে এই পরিবার। পুজোয় মাকে পাঁচ রকমের মাছ, পাঁচ রকমের সব্জি, ভাজা ও ভাতের ভোগ দেওয়া হয়। একসময়ে মোষ বলি হত তার পরিবর্তে এখন পাঠা বলি দেওয়া হয়। এই পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে ওঠেন গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের মানুষরা।

কথিত আছে, প্রায় তিনশো বছর আগে ডাকাত সর্দাররা মা কালী দেবীপ্রতিমার পুজো করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরতেন, সময়ের ও যুগের তালে তালে এই গ্রামের গভীর অরণ্য কেটে গড়ে ওঠে বসত বাড়ি ও গ্রাম, পূর্ববর্তী সময়ে ধাত্রীগ্রামের এই ব্রাহ্মণ পাড়া এলাকায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে পরিবারেরই পূর্বপুরুষ ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় এই দেবী প্রতিমাকে পাওয়ার পর আরাধনা

শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে একইভাবে চ্যাটার্জি পরিবারের সদস্যরা এই দেবী প্রতিমার আরাধনা করে থাকেন। দেবীর নিজস্ব পুকুর রয়েছে আর সেখান থেকে মাছ ধরে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পূর্বে মোষ বলির প্রচলন থাকলেও এখন তা বন্ধ হয়েছে। এতটাই চঞ্চলা যে বলির সময় দেবী দোদুল্যমান হয়ে পড়েন, তাই যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় আজও।

খোলামুখ খনির বিস্ফোরণে বাড়িতে ফাটলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম এলাকার বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা দিচ্ছে বলে দাবি। অনবরত ইসিএলের সোনপুর বাজারির খোলামুখ খনির বিস্ফোরণের কারণেই এই ফাটল হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবি, অনবরত অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ করা হচ্ছে। যার তীব্রতা অতিমাত্রায় বেশি সে কারণেই ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে গ্রামের বাড়িঘর। গ্রামের অদূরে রয়েছে ইসিএলের সোনপুর বাজারি খোলামুখ খনি। শীঘ্রই পুনর্বাসন এবং জমির সরলীকরণ নীতি অবলম্বন করতে হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে। অন্যথা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন গ্রামবাসীরা। এই মর্মে রবিবার বিকেলে একটা সভা হয়ে গেল গ্রামবাসীদের নিয়ে নবগ্রাম এলাকাতেই। গ্রামের বাসিন্দা প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, মৃত্যুঞ্জয় বক্সি ও রাবিয়া বেগমদের দাবি, এলাকার প্রায় ৭০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে ইসিএল। কিন্তু গ্রামের উন্নয়নের দিকে নজর নেই কর্তৃপক্ষের। রাস্তায় নেই পথবাতির সুবিধা, রাস্তার ভগ্নদশা এছাড়াও গ্রামের বেকার সমস্যা সমাধানের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

'একটি গাছ, একটি প্রাণ'

ছোট একটি বটগাছকে কন্যাস্নেহে বড় করে চলেছেন বাগনানের অমল মাইতি

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: বাড়ির পাশে থাকা ছোট এক বটগাছ দুটো পাতা মিলে অস্তিত্ব জানান দিতে দেখেছিলেন পেশায় ইলেকটিকের মিস্ত্রি তথা হাওড়ার বাগনানের চালিধাউড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা অমল মাইতি। ইতিমধ্যেই অমলবাবু নিজের চোখেও দেখেছেন ফি বছর সরকারি টাকা খরচ করে প্রচুর গাছ লাগানো হয়। পরবর্তী সময় দেখেছেন সেই সব গাছের ৯০ শতাংশ মারা গিয়েছে। ফলে প্রচুর সরকারি অর্থ জলে চলে যায় বনমহোৎসবের নামে। কিন্তু নিজে বিশ্বাস করে এসেছেন ওয়ান ইজ টু ওয়ান ফর্মুলায়। তাই মনের সুপ্ত ইচ্ছেটি ছোট্ট বটগাছটিকে দেখার পরেই সঞ্চারিত হয়। রাস্তার ধারে থাকা ওই বটগাছটিকে প্রথমে একটি টবে লাগান। পরে আরো বড় হলে পাড়ার তিন মাথার মোড়ে লাগিয়ে দেন। চোখের সামনেই ধীরে ধীরে পল্লবীত হতে থাকল ছোট বটগাছটি। যা আজ প্রায় কুড়ি মিটার পরিধি বিশিষ্ট এক প্রাকৃতিক ছাতার রূপ নিয়েছে। বটের ছায়া-আর পাশে থাকা ছোট্ট পুকুরের হাওয়ায় মন ভালো হতে বাধ্য। কিন্তু এর জন্য প্রথমদিকে কটুক্তি ও শুনতে হয় তাকে। না। আমল দেননি অমলবাবু। বরঞ্চ আপন খেয়ালে কোনও ডাল না কেটে বাঁশ দিয়ে ঠেস দিয়েছেন বটের ডালকে। যা থেকে আজ ঝুড়ি মেলতে শুরু করেছে। এলাকার কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে সন্তান স্নেহে বটগাছটিকে বড় করেছেন অমলবাবু। সকালে ঘুম ভাঙলেই পৌঁছে যান বটের গেট নিচে। টুকিটাকি পরিচর্যা করেন কেটে যায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা। তারপর ইলেকট্রিকের কাজে এখানে ওখানে ছুটে বেরানো। রাতে ঘুমোনোর আগেও ঘণ্টাখানেক কাটান বট গাছের নিচে। যেন সন্তানের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা মুলাকাতের রূপকল্প। ২০১৩ সালে গাছটি লাগান তিনি। একান্নবর্তী পরিবারের মূল কর্তা অমলবাবু নিজেই পাঁচ ভাইদের সঙ্গে সংসার তার। উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যায় ২০১৩ সালেই জন্ম নেন অমল বাবুর কন্যা। মেয়ে রনিতার সঙ্গে আজও কন্যাবটের পরিচর্চা করে আসছেন অমল বাবু। বলাই বাহুল্য স্বামীর এ হেন কাজকে রীতিমতো উৎসাহ দিয়েছেন স্ত্রী রিঙ্কু। প্রসঙ্গত অমলবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে তার ক্লাব মিলন তীর্থ। অমল বাবু জানান, 'সবাই একটি করে গাছ লাগিয়ে বড় করলেই সবুজ হবে দেশ। লোক দেখানো গাছ লাগানোর উৎসব করে কোনো লাভ নেই।' বট-কন্যা আজ সকলের প্রিয় হয়ে ওঠাও রীতিমতো উচ্ছ্বসিত তিনি।

মহাশ্মশানে শোল মাছ পুড়িয়ে আনন্দময়ী মা কালীর আরাধনা হয়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় নানা কালী মন্দির ঘিরে নানা জনশ্রুতি ও কথিত কাহিনি রয়েছে। আর মা কালীর মহিমায় সুখ শান্তি বিরাজ করে ওই সব এলাকায়। খানাকুলের রাধানগর এলাকার মা আনন্দময়ী কালী খুবই জাগ্রত এবং প্রসিদ্ধ। এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সাধক রামপ্রসাদ সেনের গুরুদেব কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এমনটাই দাবি খানাকুলের আগমবাগীশ বংশের বর্তমান বংশের সৌরভ আগমবাগীশের। জানা গেছে,

আগমেশ্বরী মাতা হল নবদ্বীপে পূজিত কালী প্রতিমা। নবদ্বীপের সুপণ্ডিত তথা কালীসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই পুজো শুরু করেন। তারপর তিনি সাধনার জন্য ঘুরতে ঘুরতে তৎকালীন সময়ে খানাকুলের রাধানগরের মহাশ্মশানে চলে আসেন। আর এখানেও প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দমী কালী মা। উল্লেখ্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন সপ্তদশ শতকের এক উচ্চস্তরের তন্ত্রসাধক, যিনি নদিয়া জেলার নবদ্বীপ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই তন্ত্রসাধক ১৭০ টি গ্রন্থ থেকে নির্যাস গ্রহণ করে বিখ্যাত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি রচনা করেন এবং সমগ্র দেশে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হয়। তাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য। তন্ত্র সাধনার আগম পদ্ধতিতে সিদ্ধি লাভ করে তিনি 'আগমবাগীশ' উপাধি পান। তিনি বাংলায় কালী সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী রামপ্রসাদ সেনের তন্ত্রগুরু। কথিত আছে বর্ধমানের মহারাজাকে তিনি অমাবস্যার দিন চাঁদ দেখিয়েছিলেন। মায়ের মহিমায় এই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন বলে বর্ধমানের মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জমি দান করেন। কিন্তু তিনি জমি গ্রহণ করেননি। সাধক রামপ্রসাদ সেনের গুরুদেব কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময় থেকেই তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে নিষ্ঠা ভরে পুজো হয়ে আসছে আনন্দময়ী মা কালীর। জানা গেছে, এই মায়ের সাধনার জন্য বিশেষ রীতিনীতি মেনে পুজোপাঠ হয়। প্রথমে মন্দির সংলগ্ন মহাশ্মশানে শোল মাছকে পুড়িয়ে অথবা চিংড়ি মাছকে পুড়িয়ে দিয়ে মায়ের আহ্বান বা পুজো পাঠ হয়। তারপর মূল মন্দিরে এসে মায়ের আরাধনা হয়। খানাকুলের রাধানগরের এই কালী পুজো প্রায় ৪০০ বছর ধরে চলে আসছে। একই রীতি ও নিয়ম মেনে খানাকুলের আগমবাগীশরা পুজো করছেন আনন্দময়ী মা কালীর।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ শেফালী বেওয়া, গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আজও হচ্ছে মশান কালীপুজো

কৌশিক দে ● মালদা

সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ে তুলেছেন মালদার হবিবপুর ব্লকের শেফালী বেওয়ার কালীপুজো। ৭৫ বছর বয়সি বৃদ্ধা শেফালী বেওয়া বর্তমানে বয়সের ভারে পুজোর জোগার যন্ত্র তেমনভাবে করতে পারেন না। তাই পাড়া-প্রতিবেশীদের সহযোগিতা নিয়ে আজও সাড়ম্বরে হবিবপুর ব্লকের মধ্যমকেন্দুয়া গ্রামে মশান কালীপুজো ধুমধাম করে হয়ে আসছে। যা মালদাবাসীর কাছে শেফালী বেওয়ার কালী পুজো নামেই পরিচিত। গ্রামবাসীদের কথায়, এই মশান কালীর মায়ের মাহাত্ম্য অপরিসীম। পুজোর সময় প্রাণ ভরে বেদীতে মাথা ঠুকলে সহজেই গায়েব হয়ে যায় নাকি দুরারোগ্য ব্যাধি। যেমনটা ৪০ বছর আগে এই মধ্যমকেন্দুয়া গ্রামের বাসিন্দা শেফালী বেওয়ার হয়েছিল। স্বপ্নাদেশে মায়ের আদেশ পেয়েই পুজো শুরু করেছিলেন শেফালী বেওয়া। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মহিলা হওয়াই প্রথমে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয় তাঁকে। কিন্তু মশান কালী মায়ের পুজো শেফালী বেওয়ার হাত দিয়েই

যে হবে, তা গ্রামবাসীরাও বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থেকে জানতে পেরেছিলেন। অবশেষে সেই থেকে শুরু কালী মায়ের পুজো। যা আজ শেফালী বেওয়ার কালীপুজো নামে পরিচিত।

মালদার হবিবপুর ব্লকের মধ্যমকেন্দুয়া গ্রামে রয়েছে শেফালী বেওয়ার বাড়ি। বাড়ির সামনেই রয়েছে দেবী মায়ের বেদী। বৃদ্ধা শেফালী বেওয়ার স্বামী দীর্ঘদিন আগেই মারা গিয়েছেন। বর্তমানে শেফালী বেওয়ার দুই সাবালক ছেলে বাইরে কাজ করেন। পরিবারে একাই রয়েছেন ৭৫ বছর বয়সি বৃদ্ধা শেফালী দেওয়া। তিনি বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর একটানা ১১ বছর দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। রোগ সারানোর ক্ষেত্রে সব চেষ্টাই করেছিলাম। কিন্তু কোনওরকম ভাবেই সুস্থ হতে পারেনি। ৪০ বছর আগেই স্বপ্নাদেশে মায়ের দেখা পায়। মশাল কালী রূপে দেবী মাতা বারবার পুজো দেওয়ার কথা আমাকে বলে। কিন্তু আমি ভিন সম্প্রদায়ের হওয়ায় প্রথমে কাউকে কিছু জানায়নি। কিন্তু একটার পর একটা অঘটন ঘটেই চলেছিল। যখন গ্রামবাসীদের জানালাম, তখনও কিছুদিন থেমেছিলাম। পুজো করব কি করে, আমি যে অন্য সম্প্রদায়ের। গ্রামবাসীদের মধ্যে নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। অবশেষে সবাই আমাকে দেবী মাতার পুজোর শুরু করার কথা বলেন। এমনকী কোনও মৃৎশিল্পী প্রতিমা বানাবেন তাও স্বপ্নাদেশে পেয়েছিলাম। বংশপরম্পরায় আজও সেই মৃৎশিল্পীর পরিবার দেবী মূর্তি বানায়।

শেফালী বেওয়া বলেন, আমাদের এই বেদীতে যে দেবীমাতা জাগ্রত, তা অমাবস্যার তিথিতে কালী পুজার দিন এসে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে যা মানত করে তা পূরণ হয়। তাই তো প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্তদের সমাগম হচ্ছে। ভক্তিভরে বেদীতে মাথা ঠুকলেই অনেক জটিল অসুখ সেরে যায়, এই বিশ্বাস আজও সকলের মনে রয়েছে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে আজও এই পুজো চলে আসছে। অমাবস্যার রাতে পুজোর দিন আমি মায়ের বেদীর সামনেই বসে থাকি। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয়, নূপুর পায়ে কে যেন ঘোরাফেরা করছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস মানুষের মঙ্গল কামনায় দেবী মাতা সব সময় পাশেই রয়েছেন।

শেফালী বেওয়ার কালীপুজোর সহযোগী এক কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, এই কালীপুজোর মাধ্যমে আমরা সম্প্রীতির অনন্য নজির দেখিয়ে দিয়েছি। শেফালী বেওয়ার হাত দিয়েই পুজোর শুরু। দেবীমাতা আজও বিরাজমান আমাদের গ্রামের বেদীতে। শেফালী বেওয়ার বয়স হয়েছে। তাই গ্রামবাসীরা সহযোগিতা করে পুজোর আয়োজন করে। কিন্তু মানুষের কাছে শেফালী বেওয়ার কালী পুজা নামেই এই পুজো পরিচিত রয়েছে।

গলা দিয়ে চুম্বক ঢুকিয়ে শিশুর ফুসফুসে গেঁথে যাওয়া সুচ বের করলেন দিল্লি এইমসের ডাক্তাররা

নয়াদিল্লি: কোনও রকম কাটাছেঁড়া ছাড়াই শিশুর ফুসফুসে ঢুকে থাকা সুচ চুম্বকের সাহায্যে বের করে আনলেন দিল্লির এইমস-এর চিকিৎসকরা। এ দেশের চিকিৎসা মহলে বরাবরই এইমস-এর সুনাম রয়েছে। এবার এই ধরনের চিকিৎসায় নয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এইমস। চুম্বকের সাহায্যে ফুসফুস থেকে সুচ বের করে আনার পদ্ধতি দেশজুড়েই চিকিৎসক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, গত বুধবার অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় এইমসে ভর্তি করানো হয়েছিল সাত বছরের একটি বাচ্চাকে। তার ঘন ঘন কাশি হচ্ছিল। সেই কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছিল। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন, ওই শিশুর বাঁ দিকের ফুসফুসের গভীরে আটকে আছে একটি সুচ। চার সেমি দীর্ঘ সুচটির কারণেই কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে শিশুর গলা থেকে। অবিলম্বে ওই সুচ সরানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন চিকিৎসকেরা। এমসের চিকিৎসক

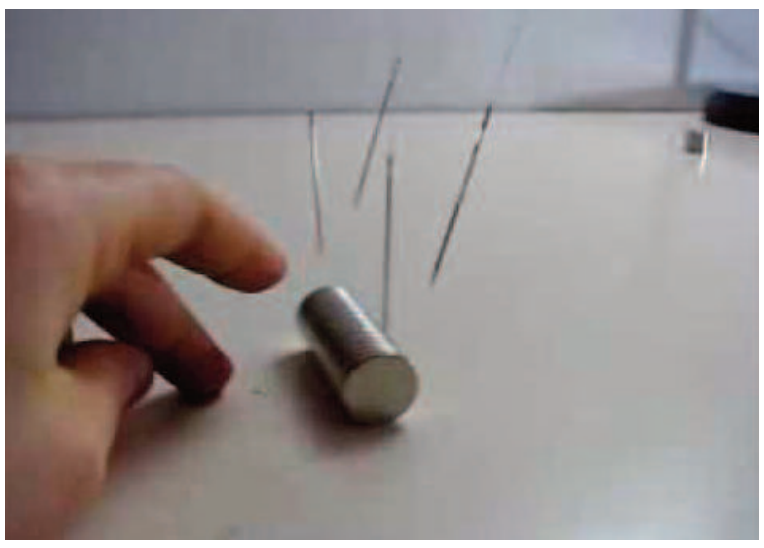

বিশেষ জৈন জানান, সুচটি ফুসফুসের এমন গভীরে গিয়ে আটকে ছিল যে, তা বার করে আনার পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যেত না।শিশুর বুকে কাটাছেঁড়া করে সুচটি বার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই কারণেই চুম্বকের ব্যবহার। চিকিৎসকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই পদ্ধতিতে সুচটি বার করার সিদ্ধান্ত নেন।

এক পরিচিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি চুম্বক জোগাড় করেন ডাক্তাররা। ছোট্ট, সরু চুম্বকটির প্রস্থ ছিল মাত্র দেড় মিলিমিটার। শিশুটির গলা দিয়ে চুম্বকটিকে অতি সাবধানে ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছে দেন চিকিৎসকেরা। অস্ত্রোপচারের এই অংশ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, চুম্বক ঢোকানোর সময় কোনও ভাবে যদি তা শ্বাসনালীর সংস্পর্শে আসত, তবেই ঘটত বিপদ। তবে সে সব কিছুই হয়নি। দক্ষ হাতে চিকিৎসকেরা চুম্বকের অগ্রভাগ ফুসফুসের কাছে নিয়ে যান এবং সুচটি সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের টানে এগিয়ে আসে।

চিকিৎসকেরা জানান, এই পদ্ধতি কাজে না লাগলে চামড়া কেটে সুচটি বার করার চেষ্টা করতেন তাঁরা। তবে সেই পদ্ধতি অনেক বেশি ঝুঁকির হত। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কী ভাবে সুচটি শিশুর ফুসফুসে ঢুকল, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি অভিভাবকেরা।

বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে খুন কর্ণাটকের খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরকে

বেঙ্গালুরু, ৫ নভেম্বর: নিজের বাড়িতেই খুন হলেন কর্ণাটকের খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর। শনিবার রাতে স্বামী ও ছেলের অনুপস্থিতিতে কুপিয়ে খুন করা হয় প্রতিমা নামের ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিককে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারি আধিকারিকের হত্যার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ঘটনাটি সম্পর্কে সবে জেনেছি। আমরা এর তদন্ত করব। সম্ভবত উনি একাই ছিলেন (বেঙ্গালুরুতে), স্বামী নিজের গ্রামে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সুব্রমন্যাপোরা এলাকার বাড়িতে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে থাকতেন ৪৫ বছরের প্রতিমা এবং তাঁর পরিবার। শনিবার বাড়ি ছিলেন না খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরের স্বামী ও ছেলে। তাঁরা শিবমোগা জেলার তীর্থহল্লিতে গিয়েছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় কাজের পর প্রতিমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন ড্রাইভার। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খুন হন তিনি। রবিবার সকালে বাড়িতে আসেন প্রতিমার ভাই। তিনি দেখেন বোনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ।

প্রতিমার ভাই জানান, শনিবার রাতে বারবার ফোন করলেও বোন ফোন ধরেনি। এর পরেই সকালে বাড়িতে আসেন। দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর ডিসিপি রাহুল কুমার শাহাপুরওয়াদ বলেন, 'ফরেনসিক এবং পুলিশের অন্য একটি দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তদন্তের জন্য তিনটি টিম গঠন করা হয়েছে। দরকারি তথ্য হতে এলেই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে জানানো হবে।'

২৫ টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ বেচবে কেন্দ্র, কালোবাজারি রুখতে সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: গত দুই সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের ঝাঁঝে নয়, দামে চোখে জল আম জনতার। পেঁয়াজের দর কোথাও ৮০, কোথাও ৯০। ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজেপির কাছে। সেকারণেই পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তড়িঘড়ি আসরে নামল কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবার মাত্র ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে পেঁয়াজ।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বা নাফেদ রাজ্যগুলির খাদ্যদপ্তরের সঙ্গে যুগ্মভাবে পেঁয়াজ বিক্রি করবে। তাও মাত্র ২৫ টাকা কিলো দরে। তবে একজন ক্রেতা একসঙ্গে ২ কেজির বেশি পেঁয়াজ কিনতে পারবেন না। কালোবাজারি রুখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বড় শহরে সস্তায় পিঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবার সেটা বৃহত্তরভাবে গোটা দেশে বিক্রি হবে।জানা গিয়েছে নাফেদ দেশের মোট ২১টি রাজ্যের ৩২৯টি স্টলে ২৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বেচবে। শুধু নাফেদ নয়, পিঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে

আরেক কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশনও আসরে নামছে। দেশের ২০টি রাজ্যে তাদেরও ৪৫৭টি নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে। সেখানেও ২৫ টাকা করে মিলবে পেঁয়াজ।উৎসবের মরশুমে বাড়তে থাকা চাহিদা ও জোগানের ঘাটতির মেলবন্ধনের কারণেই পেঁয়াজের দামবৃদ্ধি। তাছাড়া এবার বহু রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ গড় পরিমাণের চেয়ে কম। এদিকে মহারাষ্ট্র সরকার পেঁয়াজ রপ্তানির উপর ৩০ শতাংশ কর চাপিয়েছে। ফলে অন্য রাজ্যে সেই পিঁয়াজ পৌঁছলেও দাম মোটেও কমবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিজেপি, কংগ্রেসের সংগঠন আপের চেয়ে ছোট, রোহতকের সভায় দাবি কেজরিওয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিয়ানার রোহতকের সভায় আপ প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টির চেয়ে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সংগঠন ছোট বলে দাবি করলেন। রবিবার দুই দলকেই একহাত নিলেন অরবিন্দ। পাশাপাশি, ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে বিরোধী দলগুলোর নেতামন্ত্রীদের বাড়িতে ইডি, সিবিআই অভিযান নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রশংসায় ভরালেন নিজের দলকে।

পঞ্জাবে গত বিধানসভা ভোটে অন্যদের স্রেফ উড়িয়ে দিয়ে ১১৭ আসনের মধ্যে ৯২টি পেয়ে ক্ষমতা দখল করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। আগামী বছর হরিয়ানাতেও সেই ছবি দেখা যাবে বলে দাবি করেছেন দিল্লির

মুখ্যমন্ত্রী।

কেজরি রোহতকের সভা থেকে বলেন, 'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আপের তুলনায় বিজেপি এবং কংগ্রেসের সংগঠন ছোট। ওই দুই দলের সাংগঠনিক আয়তন আপের এক দশমাংশও নয়।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'একটি সংগঠন তখনই তৈরি হয়, যখন সাধারণ মানুষ ওই সংগঠনকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধে। কেজরির দাবি, 'কোনও এক জন আপ কর্মী যে কোনও গ্রামে গিয়ে এই দলে (সংগঠনে) নাম লেখাতে বললে, বাড়ির খুদেরাও যোগ দিতে চাইবে। কেন? কারণ, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপের উপর ভরসা রাখে।'

নিজের দলের সংগঠন নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য, বিজেপি এবং কংগ্রেসের পরে আপ এখন দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল। সেটাও হয়েছে মাত্র ১১ বছরে। তাঁর কথায়, 'এখন মোদিজি (প্রধানমন্ত্রী) আপকে ভয় পাচ্ছেন। যে ভাবে আপ এগিয়ে চলেছে, তাতে রীতিমতো ভীত উনি। দিল্লি এবং পঞ্জাবের মতো হরিয়ানাতেও আপ অন্যান্য দলকে সাফ করে দেবে।'

তার পরেই ইডি হানা নিয়ে মন্তব্য করতে শোনা যায় কেজরীকে। বস্তুত, আপের তরফে আগেও অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের শীর্ষ নেতৃত্বকে জেলে আটকে রেখে দলকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে বিজেপি। নির্বাচনে পেরে না উঠে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে আপকে বিপাকে ফেলার কৌশল নিয়েছে পদ্ম শিবির। কয়েক দিন আগেই ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার তিনি বলেন, 'আপনি যে কোনও অপরাধ করে সুরক্ষার জন্য বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। কে দুর্নীতিগ্রস্ত? যিনি বিজেপির ডাকে সাড়া না দিয়ে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি? না, আসলে উনি সৎ।'

নিজ্জর খুনে ভারতের হাত, অভিযোগের প্রমাণ চেয়ে কানাডাকে পালটা চাপের কৌশল

কানাডা, ৫ নভেম্বর: খলিস্তানি নেতা নিজ্জর খুনের নেপথ্য রয়েছে ভারত! এমনই অভিযোগ এনে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল কানাডা। কিন্তু সেই অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ চেয়ে কানাডাকে পালটা চাপে ফেলার কৌশল নিল নয়াদিল্লি। কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সঞ্জয়কুমার ভার্মার অভিযোগ, ভারতের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি অটোয়া।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সঞ্জয়কুমার ভার্মা দাবি করেছেন, 'অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত কোনও প্রমাণ নেই যে তদন্তে ওদের (কানাডা) সাহায্য করব।' শুধু তাই নয়, ভারতীয় হাই কমিশনার প্রশ্ন তোলেন, 'প্রমাণ কোথায়? তদন্তের ফলাফলই বা কী?' তিনি আরও দাবি করেন, 'ইতিমধ্যে তদন্ত কলঙ্কিত হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের কোনও একজনের কাছ

থেকে নির্দেশে এসেছিল যে এই খুনের দায় ভারত বা ভারতীয় আধিকারিকদের ওপর চাপিয়ে দাও। সেই মতোই কাজ হয়েছে।' স্বভাবতই তাঁর এই দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেছিলেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এরপর থেকে ভারত-কানাডার মধ্যে টানাপোড়েন চলছেই। দু' দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করার পরও চাপানউতোর অব্যাহত। এমনকী, এই ইস্যুতে ভারত-কানাডার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও স্থগিত হয়ে গিয়েছে বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

ইজরায়েল-হামাসের সংঘর্ষ নিয়ে সরব প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

নিউইয়র্ক, ৫ নভেম্বর: ইজরায়েল-হামাসের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তেল আভিভে হামাসের হামলার কোনও ব্যাখ্যা হয় না বলেই মত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তবে ওবামার দাবি, 'সবার হাতেই রক্ত। কেউই পরিষ্কার নয়।'

এক মার্কিন পডকাস্টে বারাক ওবামা ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'হামাস যা করেছে তা ভয়ঙ্কর। এর জন্য কোনও যুক্তিই খাটে না। তবে প্যালেস্তিনীয়দের সঙ্গে বর্তমানে যা হচ্ছে, তা সহ্য করার মতো নয়। এখন যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে হামাসের কাজের কোনও যোগ নেই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত সত্যটা জানা দরকার।' একইসঙ্গে তিনি বলেন,

'সমস্যা সমাধান করার আগে এটা স্বীকার করতে হবে যে সবার হাতে রক্ত, কারও হাতই পরিষ্কার নয়।' পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজনে আমেরিকাকে গঠনমূলক পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছেন সে দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

প্যালেস্তাইনের শরণার্থী শিবিরে হামলার অভিযোগ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে

গাজা, ৫ নভেম্বর: এবার প্যালেস্তাইনের শরণার্থী শিবিরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ইজরায়েলের সেনা গাজার মাঘাজি শরণার্থী শিবিরে বোমা বর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তাতে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, শনিবার রাত থেকে গাজায় বোমাবর্ষণ হয়েই চলেছে। তাতে দু'টি বহুতল প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েলের সেনা জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত গাজায় আড়াই হাজার এলাকায় হামলা চালিয়েছে তারা। শুধু বোমা বা রকেট বর্ষণই নয়, গাজায় হামাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষও হওয়ার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইজরায়েল ফের গাজার বাসিন্দাদের এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। বাসিন্দাদের গাজার উত্তর থেকে দক্ষিণে ওয়াদি গাজার দিকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়াই নয়, চার ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, এর মধ্যে এলাকা খালি করে চলে যেতে বলা হয় বাইসন্দাদের।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুদ্ধের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত গাজায় প্রায় সাড়ে ৯ হাজার প্যালেস্তিনীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৪ হাজার ১৫৮। ইজরায়েলি সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং হামলার মুখে পড়ে সেখানে আহতের সংখ্যা ২ হাজার ১০০। ইজরায়েলের তরফে যুদ্ধে মারা গিয়েছেন ১ হাজার ৪০৫ জন। সে দেশের আহতের সংখ্যা ৫ হাজার ৬০০। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির দাবি উঠলেও, যুদ্ধ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত আন্তর্জাতিক মহল। রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী বিভাগের তরফে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র উত্তর গাজাতেই ঘরবাড়ি হারিয়ে রাস্তায় পথে বসেছেন ৩ লক্ষ মানুষ। ইজরায়েলি সেনা গাজার বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরে যেতে বললেও, লাগাতার বোমাবর্ষণ জারি রয়েছে। তাই গাজার বাসিন্দারা কোথাও নিরাপদ নন বলেই দাবি। এমনকি হাসপাতালগুলিও নিরাপত্তা দিতে অপারগ বলে অভিযোগ।

ডেটিং এ নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেল করে আড়াই বছর অত্যাচার!

মুম্বই, ৫ নভেম্বর: ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে পরিচয়। প্রথমবার ডেটিং-এ গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। আর সেই ঘটনা ক্যামেরা বন্দি করে ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আড়াই বছর ধরে এক মহিলার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে মুম্বইয়ে।

জানা গিয়েছে মহিলার বয়েস ৩৩ বছর। ম্যাট্রিমোনিয়ার সাইটে পরিচয়, তার পর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ওই ব্যক্তি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার পর ওই ব্যক্তির সঙ্গে ডেটিংয়ে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। সে সময়ই মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ আড়াই বছর ধরে একাধিক বার ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়।

মুম্বই, নবি মুম্বই এবং সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন হোটেলে এবং লজে নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সব ঘটনার ছবি-ভিডিয়োও অভিযুক্ত তুলেছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু এত কিছু পর ওই মহিলাকে আর বিয়ে করতে রাজি হননি অভিযুক্ত। এর পরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত সিঙ্গাপুরে কর্মরত। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত এখনও গ্রেফতার হননি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জার্মানির হামবুর্গ বিমানবন্দরে পণবন্দি শিশু!

হামবুর্গ, ৫ নভেম্বর: পণবন্দি শিশু! জার্মানির হামবুর্গ বিমানবন্দরে। চলল গুলি। নিরাপত্তারক্ষীদের সামনেই বিমানবন্দরের টারম্যাকে ঢুকে পড়ে গাড়ি। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য আপাতত সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিমান সাময়িক ভাবে বাতিল হয়েছে। গোটা বিমানবন্দর ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তাবাহিনী। প্রাথমিকভাবে অনুমান, সন্তান কার কাছে থাকবে তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর চলছিল। সেই সময় স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছেলেকে ছিনিয়ে আনে গাড়িতে থাকা অভিযুক্ত। তিনিই হামবুর্গ বিমানবন্দরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।

জার্মান সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় শনিবার রাত আটটা নাগাদ বেপরোয়া একটি গাড়ি নিরাপত্তা ভেঙে বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সূত্রের খবর, যে অংশে বিমানগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, সেই টারম্যাক এলাকায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েন অভিযুক্ত। শূন্যে দুই রাউন্ড গুলিও চালানো ছাড়াও

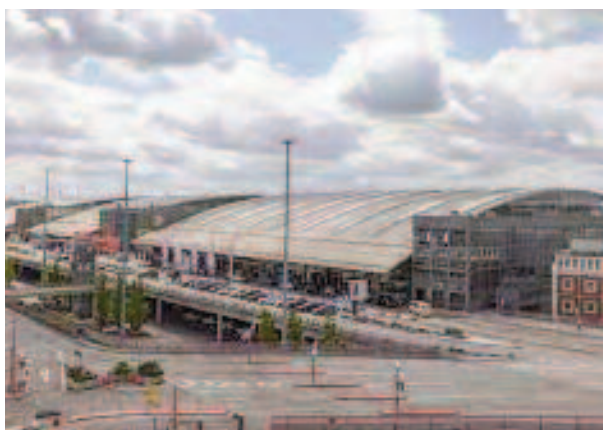

বোতলে আগুন ধরিয়ে টারম্যাক এলাকায় ছুড়ে মারেন। গাড়ির ভিতর এক শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জার্মান বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে।

জার্মানির পুলিশের তরফে জানানো হয়, এক মহিলা ফোন করে ৪ বছরের সন্তানকে অপহরণের কথা জানান। অভিযোগ, তাঁর স্বামী গাড়িতে ছেলেকে তুলে অপহরণ করেছেন। কিন্তু অভিযুক্ত কেন বিমানবন্দরে ঢুকে তাণ্ডব চালালেন, তা জানা যায়নি। জার্মান পুলিশের মুখপাত্র থমাস গারবার্ট জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী গাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে। মনোবিদের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করা হয়েছে। হামবুর্গ বিমানবন্দর থেকে সবাইকে বের করে আনা হয়েছে।

গাঁজা পাচারের অভিযোগ, ওড়িশায় গ্রেপ্তার বেঙ্গালুরুর পুলিশ কনস্টেবল

ভুবনেশ্বর, ৫ নভেম্বর গাঁজা: পাচারের অভিযোগ উঠল বেঙ্গালুরুর পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে বেঙ্গালুরুর এক পুলিশ কনস্টেবল গ্রেপ্তার হয়েছেন ওড়িশায়। ওড়িশার কান্ধামাল জেলার সরণগাদা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই পুলিশকর্মীকে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে পুলিশকর্মী-সহ মোট চার জন ধরা পড়েছে, তার মধ্যে তিন জন বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। এর মধ্যে বেঙ্গালুরুর এক গাঁজা ব্যবসায়ীও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের থেকে সাড়ে ১৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।ওড়িশার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাঁজা পাচারে অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলের নাম আনন্দ কে। তিনি বেঙ্গালুরু রুরাল ডিস্ট্রিক্টের জিগানি থানার হেড কনস্টেবল। ধৃত বাকিরা হলেন শ্যাম কুমার এবং জয়ন্ত কুমার পাত্র। তাঁদের বাড়ি বেঙ্গালুরুতেই। অপর ধৃত নরেশ কুমার প্রধান ওড়িশার বাসিন্দা। চার জন যখন বারহামপুরের বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখনই তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এ বিষয়ে কান্ধামাল জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দু পাত্র বলেছেন, প্রধান কনস্টেবল দাবি করেছিলেন তিনি এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না। নিজের দাবির সপক্ষে কোনও নথিও দেখাতে পারেননি তিনি। উপরন্তু তাঁর সঙ্গে এক গাঁজা ব্যবসায়ী ছিলেন। যিনি আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পুলিশের অফিসার জানিয়েছেন, পুলিশকে দেখেই অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাড়া করে অভিযুক্তদের ধরে ফেলে পুলিশ।

জন্মদিনে শচীনের ৪৯ শতকের রেকর্ড ছুঁলেন বিরাট কোহলি

রাজেশ ঠাকুর

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি শতকের রেকর্ডে শচীন টেন্ডুলকার আর একা নন। ১০ বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে যাওয়া টেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন বিরাট কোহলি। আজ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২১ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে কোহলি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন।

কোহলি এমন দিনে টেন্ডুলকারের রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন, যেটি তাঁর ৩৫তম জন্মদিন। ৪৯টি শতক করতে টেন্ডুলকারকে খেলতে হয়েছিল ৪৫১ ইনিংস, কোহলি সেটি ছুঁয়ে ফেলেছেন ২৭৭ ইনিংসেই।

গত ১৯ অক্টোবর পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১০৩ রানের ইনিংস খেলার পর থেকেই টেন্ডুলকারকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় ছিলেন কোহলি। এরপর নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেননি, কিউইদের বিপক্ষে ফেরেন ৯৫ রান করে, লঙ্কানদের বিপক্ষে ৮২ রানে। শেষ পর্যন্ত বহুল কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কের দেখা মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইনিংসের শেষ দিকে। ৪৯তম ওভারের তৃতীয় বলে কাগিসো রাবাদার বলে সিঙ্গেল নিয়ে ১০০-তে পৌঁছান তিনি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে এটি কোহলির ৭৯তম শতক।

কোহলির আগে এবারের বিশ্বকাপে জন্মদিনে শতক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ইনিংস বিরতিতে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেন, 'আমাকে খেলার ও দলের সাফল্যে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ায় স্রষ্ঠার প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন বড় একটা ভেন্যুতে প্রচুর দর্শকের সামনে জন্মদিনে শতক করতে পারাটাও দারুণ ব্যপার।'

কোহলির রেকর্ড গড়া শতকের দিনে ৫০ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩২৬ রান তুলেছে ভারত। অন্যদের মধ্যে শ্রেয়াস আইয়ার ৮৭ বলে ৭৭ ও রোহিত শর্মা ২৪ বলে ৪০ রান করেন।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৮	৮	০	১৬
দঃ আফ্রিকা	৮	৬	২	১২
অস্ট্রেলিয়া	৭	৫	২	১০
নিউ জিল্যান্ড	৮	৪	৪	৮
পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮
আফগানিস্তান	৭	৪	৩	৮
শ্রীলঙ্কা	৭	২	৫	৪
নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪
বাংলাদেশ	৭	১	৬	২
ইংল্যান্ড	৭	১	৬	২

উন্মাদনায় ইডেনের ধারেকাছে কেউ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ অক্টোবর। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও নিউ জল্যান্ড। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের প্রায় ৮০ শতাংশ আসনই ফাঁকা। হতবাক হয়েছিল ক্রিকেট বিশ্ব। অনেকে বলেছিলেন ভারত খেলতে নামলে ছবিটা বদলে যাবে। কিন্তু চেন্নাই, ধর্মশালা বা পুণের মাঠেও তা দেখা যায়নি। যখন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা মাঠে খেলছেন তখনও ১০০ শতাংশ আসন ভরেনি। সেটাই করে দেখাল ইডেন গার্ডেন্স। করে দেখালেন কলকাতার সমর্থকেরা। টসের আগেই ভরে গেল ইডেন। ৫ নভেম্বর, বিশ্বকাপের ঠিক এক মাসের মাথায় গোটা দেশের মান বাঁচাল ইডেন।

রবিবার ইডেন যে কানায় কানায় ভরে যাবে তা বুঝিয়ে দিয়েছে ম্যাচের আগের কয়েক ঘণ্টা। বেলা গড়াতেই মেট্রোতে বেড়েছে ভিড়। অন্য দিন ছুটির দিনে একটু ফাঁকা আসে মেট্রো। কিন্তু রবিবার দাঁড়ানোর জন্যও কসরত করতে হচ্ছিল। চারদিকে শুধুই নীল জার্সি। বেশির ভাগই ভারতের নতুন জার্সি পরেছেন। কেউ কেউ অবশ্য পুরনো জার্সি পরেও এসেছেন। আর যাঁরা জার্সি পাননি তাঁরা নীল রঙের জামা পরে নিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে চাঁদনি চক পর্যন্ত সময় লাগে মেরেকেটে ৩০ মিনিট। সেই রাস্তা আসতে সময় লেগে গেল প্রায় ৪৫ মিনিট। প্রতিটি স্টেশনে ভিড়ের চাপে মেট্রোর দরজা বন্ধ করতে সময় লাগছে। বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। একটা সময়ে তো প্রতিটা কামরায় নিরাপত্তাকর্মীরা উঠে পড়লেন। বেশির ভাগ ভিড়টা নামল এসপ্ল্যানেডে। কিছুটা আবার তার আগের স্টেশন চাঁদনি চকেও। সেখান থেকেই দল বেঁধে হাঁটা লাগালেন তাঁরা। গন্তব্য ইডেন।

ম্যাচের দিন বাইকেও ভিড়। তবে বেশির ভাগ বাইকচালক বা আরোহী কারও মাথায় হেলমেট নেই। মাঠের বাইরে বাইক রাখার জায়গা থাকলেও হেলমেট রাখার নেই। আর সেই হেলমেট সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ঢুকতেও পারবেন না। সেই কারণেই হেলমেট নেই। তবে ট্রাফিক পুলিশও তাঁদের ধরলেন না। খেলার দিনে হয়তো সবেতেই ছাড়। মেট্রোর মতো ভিড় দেখা গিয়েছে বাসেও। ধর্মতলাগামী সব বাসেই ভিড় করেছেন সমর্থকেরা।

প্রত্যেকেরই আশা, আগে মাঠে ঢুকতে হবে। মেট্রো বা বাসের বাইরে দেখা গিয়েছে, হেঁটেই অনেকে মাঠের দিকে যাচ্ছেন। চাঁদনি চক বা ধর্মতলা তো বটেই, সেই মৌলালি থেকেই অনেকে হাঁটছেন মাঠের উদ্দেশে। তাঁরা বেশির ভাগই লোকাল ট্রেনে শিয়ালদহে নেমে তার পর দল বেঁধে মাঠের দিকে যাচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে নেমেও অনেকে হেঁটেই মাঠের দিকে গিয়েছেন।

এই ছবিটা কিন্তু ভারতের বাকি মাঠেও দেখা যায়নি। আমদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও কিছু আসন ফাঁকা ছিল। ওয়াংখেড়ে বা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম ভরে গেলেও এতটা উন্মাদনা দেখা যায়নি। হতে পারে সেখানে দর্শক সংখ্যা ইডেনের থেকে কম, কিন্তু উন্মাদনাতেও সবাইকে ছাপিয়ে গেল কলকাতার মাঠ। বুঝিয়ে দিল, কেন সেরা ক্রিকেটারেরা এই মাঠে খেলতে এতটা পছন্দ করেন। কেন বলা হয়, ভারতের হয়ে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে খেলেন ইডেনের জনতা। সত্যিই রবিবারে গঙ্গাপারে ক্রিকেট পেল যোগ্য সম্মান। গোটা বিশ্বের সামনে ভারতের মান বাঁচাল ইডেন।

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা আকাশ চোপড়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বরাবরই সরব আকাশ চোপড়া। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ভারতের সাবেক এই টেস্ট ওপেনারের ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেল তো আছেই, এ ছাড়া একাধিক টিভি চ্যানেলে বিশ্লেষকের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ব্যস্ততার মধ্যেই আইনি জটিলতায়ও জড়াতে হয়েছে আকাশকে।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে কমলেশ পারেখ নামের এক ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলে ধ্রুব পারেখের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন আকাশ। ৪৬ বছর বয়সী আকাশের বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রায়। সেখানকার হরিপ্রভাত থানায় কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আকাশ। কমলেশ ও ধ্রুব হায়দরাবাদের বাসিন্দা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

মামলার নথি থেকে জানা গেছে, জুতার ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে কমলেশের ছেলে ধ্রুবকে ৫৭ লাখ ৮০ হাজার ভারতীয় রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা) দিয়েছিলেন আকাশ। এর মধ্যে ফেরত পেয়েছেন ২৪ লাখ ৫০ হাজার রুপি (৩২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা)। বাকি ৩৩ লাখ ৩০ হাজার রুপি ফেরত চাইতে গেলে নানা রকম টালবাহানা করতে থাকেন ধ্রুব। একপর্যায়ে বাবা-ছেলে আকাশের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তাই বাধ্য হয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪০৬ ধারা (বিশ্বাসভঙ্গ) অনুযায়ী মামলাটি করেছেন আকাশ।

ভারতের হয়ে ১০টি টেস্ট খেলা আকাশ এ ব্যাপারে বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিপত্রে লেখা ছিল তারা ২০ শতাংশ মুনাফাসহ ৩০ দিনের মধ্যে আমার টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু এক বছর পর তারা মাত্র ২৪ লাখ ৫০ হাজার রুপি দিয়েছে। ধ্রুবর বাবা কমলেশ আমাকে কথা দিয়েছিল যে তারা চুক্তিভঙ্গ করবে না। কিন্তু এখন তারা আমার ফোন ধরছে না। আমার আসল টাকা (বাকি ৩৩ লাখ ৩০ হাজার রুপি) ফেরত দিতে হবে।'

পুলিশ কর্মকর্তা অরবিন্দ কুমার জানিয়েছেন, আকাশ চোপড়ার করা মামলার তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর আগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের থানায় ডাকা হবে।

পারেখ পরিবারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় ক্রিকেটার দীপক চাহারের স্ত্রী জয়া ভরদ্বাজ কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে ১০ লাখ রুপি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনেন। অর্থ ফেরত চাইলে জয়াকে হুমকিও দেওয়া হয়। এ ঘটনায়ও কমলেশ ও ধ্রুবর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন দীপক চাহারের বাবা লোকেন্দ্র সিং চাহার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন নারাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০১৩ সালে, সর্বশেষ ওয়ানডে ২০১৬ আর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ২০১৯-এ। চার বছরের বেশি সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর সুনীল নারাইন জানালেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আর খেলবেন না।

আজ এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী এই ক্যারিবীয় ক্রিকেটার। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি চালিয়ে যাবেন নারাইন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেওয়া বার্তায় নারাইন লিখেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বশেষ খেলার পর চার বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে। আজ আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি। জনপরিসরে কম কথা বলার মানুষ আমি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অল্প কিছু মানুষই আমাকে ক্যারিয়ারজুড়ে নিঃশর্ত সহায়তা করে গেছেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

নারাইনের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। অবসরের আগে তিন সংস্করণ মিলিয়ে মোট ১২২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যার মধ্যে টেস্ট ৬টি, ওয়ানডে ৬৫টি এবং টি-টোয়েন্টি ৫১টি। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন নারাইন, যেখানে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

চার বছরের বেশি সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেললেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিতভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলে যাচ্ছেন নারাইন।

বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার জরিমানা দিল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওভারের মন্থর গতির কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে পাকিস্তানকে তাদের ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। এ টুর্নামেন্টে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ওভারের মন্থর গতির কারণে জরিমানা দিতে হলো পাকিস্তানকে।

বেঙ্গালুরুতে গতকাল ডিএলএস পদ্ধতিতে ২১ রানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রেখেছে বাবর আজমের দল। গতকাল হয়ে যাওয়া ম্যাচে আগে বোলিং করে পাকিস্তান। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২ ওভার কম করেছিল দলটি। ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে ৪০১ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই তাতে সময় লেগেছিল বেশি, কিন্তু সেসব বিষয় বিবেচনায় এনেই ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন বাবর আজমের দলকে জরিমানার শাস্তি দিয়েছেন। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের ২.২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার কম করার জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। সে নিয়ম অনুযায়ীই ১০ শতাংশ জরিমানা দিতে হচ্ছে দলটিকে। এ ম্যাচে অন ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পল উইলসন ও ইংল্যান্ডের রিচার্ড কেটেলবোরো, টেলিভিশন আম্পায়ার ছিলেন রিচার্ড ইলিংওর্থ, চতুর্থ আম্পায়ার ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন।

'সাদা বলের ক্রিকেট সবাইকে শিখিয়ে ইংল্যান্ড নিজেই খেলা ভুলে গেছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের নাম ইংল্যান্ড। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বাংলাদেশকে ছাড়া হারাতে পারেনি কোনো দলকে। পয়েন্ট তালিকায় তাদের অবস্থান সবার নিচে। এখন ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ এই ইংল্যান্ডই বিশ্বকাপে অন্যতম ফেবারিট ছিল। প্রায় সব ক্রিকেট বিশ্লেষকই শীর্ষ চারে জস বাটলারের দলকে রেখেছিলেন। তবে টানা পাঁচ হারে প্রথম পর্ব থেকে ইংলিশদের বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। সর্বশেষ গত রাতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে তারা হেরেছে ৩৩ রানে। কেন ইংল্যান্ড এভাবে ধুঁকছে? এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম।

২০১৫ বিশ্বকাপেও প্রথম পর্ব থেকে ছিটকে যায় ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেডে বাংলাদেশের কাছে হেরে সেবার ইংলিশদের বিদায়ঘণ্টা বাজে। সেই হারের পর দেশটির ক্রিকেটেও আসে আমূল পরিবর্তন। আধুনিক ক্রিকেটকে নতুন মাত্রায় নিজে যাওয়ার ফলস্বরূপ সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপেরই (২০১৯ ওয়ানডে ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি) চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে একই সময়ে দুটি বিশ্বকাপ জয়ের খেতাব পাওয়া দলও তারা। কিন্তু এবার কেন এই দুর্দশা?

আকরাম মনে করেন, সবাইকে সাদা বলের ক্রিকেট শিখিয়ে ইংল্যান্ড নিজেই খেলা ভুলে গেছে। গতকাল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর এই কিংবদন্তি পেসার দাবি করেছেন, ইংল্যান্ড ওয়ানডেকে গুরুত্ব দেয়নি, 'ইংল্যান্ডের জন্য দুঃখের দিন। সব ক্রিকেট বিশ্লেষক ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপের ফেবারিটের তালিকায় রেখেছিল। এর কারণ, তারা যেভাবে ওয়ানডে ক্রিকেট খেলে থাকে। গত তিন-চার বছরে ওরা দুনিয়াকে শিখিয়েছে, কীভাবে সাদা বলের ক্রিকেটটা খেলতে হয়, তবে নিজেরাই ভুলে গেছে। কারণ, তারা ওয়ানডে ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেয়নি।'

ইংল্যান্ডের এবারের বিশ্বকাপ দল নিয়ে বেশ নাটক হয়েছে। শুরুতে জেসন রয়কে দলে নিলেও পরে তাঁকে বাদ দিয়ে হ্যারি ব্রককে নেওয়া হয়। বিশ্বকাপের জন্য দলে ফেরানো হয় অবসর নেওয়া বেন স্টোকসকে।

ইংল্যান্ডের এই সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেন আকরাম, 'যে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে খেলেছে, সেই জেসন রয়কে তারা বিশ্বকাপ দলে রাখেনি। কেউ (সর্বশেষ) ২৪ ওয়ানডে মিস করেছে, কেউ ২৮ ওয়ানডে মিস করেছে, কেউ ২৩ ওয়ানডে মিস করেছে। নতুন নতুন ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়েছে, তাদের আবার বিশ্বকাপে নেয়নি। তরুণ ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক দলে সুযোগ পাচ্ছে না, অবসর নেওয়া ক্রিকেটার বেন স্টোকসকে জোর করে নিয়ে এসেছে। বেন স্টোকস সর্বকালের অন্যতম সেরা। কিন্তু তার যদি ওয়ানডেতে মনই না থাকে, তাহলে জোর করে কেন নিয়ে আসা হলো?'

NARSINGHA
একদিন
শক্তি সম্মান ২০২৩
Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address: .....
.....
2. Name of the President : .....Mobile: .....
3. Name of the Secretary: .....Mobile" .....
4. Name of the other Contact Persons : .....Mobile:.....
5. Puja Theme or Traditional (Tick One)
6. Puja Budget : .....
7. Any social activities done between last One year: .....

Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. After 50 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (ii) Only Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (iii) Last date of submission of application is 09/11/2023. (iv) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (v) Puja Committee should must collect Banner & Display (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels & Banner should promote on all social media activity. (vi) The event officials' decisions must be granted.

We agree to abide by the terms & Conditions.

Signature on behalf of
Puja Committee with Seal

Date & Place :

Form Submission by WhatsApp no: 9088617101
Any Quaries Please Call : 8420444073

Event Organiser wide angle
MEDIA PARTNER খবর এখন
PR PARTNER
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand
Digital Partner বাংলা বলছে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**